দেশভক্তি

বা

আত্মোৎসর্গ

"পিতঃ! বিদায়!"

বৃদ্ধ পুত্রের হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "পুত্র, বিদায়! আমার দিন ফুরাইয়াছে। জীবনের পরপারে যাইয়া সব কয়জনে একত্রেই থাকিতে পারিব।"

পক্ককেশী বৃদ্ধা জননীও আসন ছাড়িয়া পুত্রের নিকট গমন করিলেন। পুত্রের গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধা কথা কহিতে, পুত্রকে শেষ আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপনের জন্য বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদিকে কর্ত্তব্য, অন্যদিকে মাতৃস্নেহ। পুত্র সস্নেহে মাতাকে নিকটস্থ আসনে বসাইয়া বলিলেন, "বাবা সত্যই বলিয়াছেন, আমাদিগকে বেশী দিন অপেক্ষা করিতে হইবে না।"

মাতা কথা কহিতে বৃথা চেষ্টা করিলেন, সহাস্য বদনে পুত্রকে বিদায় দিবার প্রয়াস সার্থক হইল না—কর্ত্তব্য ও মাতৃস্নেহে বিরোধ চলিতে লাগিল ;—অবশেষে মাতৃস্নেহই জয়লাভ করিল। বৃদ্ধা মাতা আর কথা কহিতে পারিলেন না।

কাপ্তেন ওসাকা পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "প্রিয়তমে! বিদায়।" পত্নীও স্বামীর নিকটে আসিলেন। এখানেও কর্ত্তব্য ও প্রেমে বিরোধ চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে পত্নী বাষ্প-গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন, "প্রিয়তম, বিদায়।"

পিতা, মাতা ও স্ত্রী দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া শেষ বিদায় লইলেন। সোজা রাস্তা ধরিয়া কাপ্তেন ওসাকা চলিয়া যাইতে লাগিলেন, আর ছয়টী সতৃষ্ণ নয়ন তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। দূর—আরও দূর হইতে কাপ্তেন ওসাকা একবার পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন—পিতা, মাতা ও পত্নী তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন। রাস্তার মোড় ঘুরিয়া আর তাঁহাদের দেখিতে পাইলেন না। পথিপার্শ্বস্থ যাহারা এই বিদায়-দৃশ্য দেখিয়া তাঁহাদের ধৈর্য্যের প্রশংসা করিতেছিল, তাহারা জানিত না যে, যাঁহারা সহাস্য বদনে শেষ বিদায় দিয়াছেন, তাঁহারা কাপ্তেন ওসাকা অন্তরালে

গেলে, গৃহাভ্যন্তরে গিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতেছিলেন।

পত্নী ও স্বামীর এই দ্বিতীয় বিদায়। শুভ বিবাহের তিন সপ্তাহ পরে, স্বামী স্ত্রীর নিকট প্রথম বিদায় লইয়াছিলেন। তখন স্ত্রী মনে করিয়াছিলেন এই প্রথম বিদায়ই শেষ বিদায়। কিন্তু স্বামী আহত হইয়া গৃহে ফিরিয়াছিলেন। যতদিন স্বামী পীড়িত ছিলেন, ততদিন দিবারাত্রি স্ত্রী স্বামীর শুশ্রূষা করিয়াছিলেন; মধ্যে মধ্যে মনে করিতেন, স্বামীর আরোগ্য লাভের পূর্ব্বেই যেন যুদ্ধ থামিয়া যায়। কিন্তু দেবতারা কিছুতেই প্রসন্ন হইলেন না। যুদ্ধ থামিল না, কাপ্তেন ওসাকারকে পুনর্ব্বার যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে হইল।

২

রুস জাপানে যুদ্ধ হইতেছিল। বৃহৎ যুদ্ধক্ষেত্রের এক প্রান্তে প্রধান সেনাপতি অন্যান্য সেনাপতি সহ তাম্বুতে রহিয়াছেন। তাম্বুর একপার্শ্বে কয়েকটী টেলিফোন-যোগে কয়েকজন সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ আনয়ন করিতেছে। বহির্দ্দেশে দূরবীক্ষণ-যন্ত্রসহ অন্য একটী

সৈনিক সাগ্রহে কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। দূরে অশ্ব-পদোত্থিত ধূলি দৃষ্টিগোচর হইল। সৈনিক দূরবীক্ষণ যোগে দেখিলেন যে, কে একজন আসিতেছে। কয়েক মিনিট পরেই কাপ্তেন ওসাকা তাম্বুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মধ্যে বৃহৎ এক টেবিল, তদুপরি একখানি মানচিত্র। মানচিত্রের উপরে স্থানে স্থানে নানাপ্রকার পতাকা আলপিন বিদ্ধ হইয়া শোভা পাইতেছে। চতুষ্পার্শ্বে প্রধান সেনাপতি ও তাঁহার অন্যান্য সহচর। পার্শ্বের তাম্বুতে কতকগুলি টেলিফোঁ কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অবিরত সংবাদ আনিতেছে এবং তদনুযায়ী মানচিত্রের উপরস্থিত পতাকাগুলি স্থানচ্যুত হইয়া অন্যত্র যাইতেছে।

কাপ্তেন ওসাকাও এই মানচিত্র দেখিতে লাগিলেন। রুসীয় সৈন্যগণ কুড়ি মাইল বিস্তৃত একটী পর্ব্বতমালা অধিকার করিয়া আছে। তাহাদের দক্ষিণদিকে বৃহৎ নদী পরিখার কাজ করিতেছে। সেদিকে জাপানীরা অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। পতাকাগুলি মানচিত্রের নিম্নদেশে একই ভাবে রহিয়াছে; বামে পতাকাগুলি ঊর্দ্ধে উঠিতেছে—কিন্তু, বড় ধীরে ধীরে।

সেনাপতি সমবেত সেনানীবৃন্দের দৃষ্টি মানচিত্রের

প্রতি নিবদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। বিপক্ষ যে পর্ব্বতমালা অধিকার করিয়া আছে, তদ্দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। শত্রুর বামদিকে তাঁহাদের বীর সৈন্যগণ অকাতরে প্রাণ দিয়া অগ্রগামী হইতেছে। তাঁহার ইচ্ছা যে, এইদিকে নিজ সৈন্য অধিকতর প্রবলবেগে অগ্রসর হয়। এইরূপ করিতে হইলে কয়েক স্থান হইতে সৈন্য সরাইয়া এইদিকে পাঠাইতে হইবে। কিন্তু, শত্রু যদি বুঝিতে পারে যে, এই শেষোক্ত স্থানসমূহ হইতে সৈন্য উঠাইয়া তাহাদের আক্রমণ করা হইতেছে, তাহা হইলে ফল বিষম হইবে।

অন্যান্য সেনানীগণ স্থান পরিত্যাগ করিলেন। কাপ্তেন ওসাকা জানিতেন না তাঁহাকে কেন আহ্বান করা হইয়াছে। এক্ষণে সেনাপতি তাঁহাকে পুনর্ব্বার মান-চিত্রের নিকট লইয়া গিয়া সেতু দেখাইয়া দিলেন। আগামী কল্য প্রত্যুষের পূর্ব্বেই এই সেতু ভাঙ্গিতে হইবে। এই সেতু থাকিলে শত্রুর পলায়নের সুযোগ হইবে,—তাহারা নির্ব্বিবাদে রণক্ষেত্র হইতে চলিয়া যাইবে। এই যে লোকক্ষয় হইতেছে তাহা বৃথা হইবে। সাবধানে সুবৃহৎ কামানটী লইয়া উপযুক্ত স্থানে লইয়া যাইতে হইবে, শত্রু যেন দেখিতে না পায়।

অনেক কষ্টে রাত্রিতেই কামানটীকে উপযুক্ত স্থানে লইয়া যাওয়া হইল। কাপ্তেন ওসাকার ও তাঁহার সৈন্যদলের কষ্টের একশেষ হইয়াছে—কিন্তু তাঁহারা কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হন নাই।

কামানটী বসান হইবার সঙ্গে সঙ্গে ওসাকার নিকট সংবাদ আসিল—রুসিয়ান্‌গণ সেতু পার হইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব চলিবে না। ওসাকা সংবাদে প্রীত হইলেন। তিনি ত ইহাই চান। লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে চলিবে না। কামানের গোলা ঠিক সেতুর মধ্যস্থলে ফেলিতে হইবে—যেন শত্রুসৈন্য সম্মুখে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে পারে। নতুবা কাপ্তেন ওসাকার নাম চিরস্মরণীয় হইবার সম্ভাবনা নাই।

ওসাকা দূরবীক্ষণ লইয়া সেতুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। গোলন্দাজের লক্ষ্য ঠিক হয় নাই—গোলা সেতুর উপর পড়িল না; শত্রুসৈন্যের পার্শ্ব দিয়া নদীর জলে ঝুপ করিয়া পড়িল। গোলন্দাজ মনে করিল, সব বুঝি নিষ্ফল হইল। কিন্তু কাপ্তেন ওসাকা বিচলিত হইলেন না; দ্বিতীয়বার কামান ছুড়িবার আদেশ প্রদান করিলেন।

প্রথম গোলা সেতুর উপর না পড়িলেও কিছু ফল হইয়াছিল। শত্রু নিশ্চিন্ত মনে অগ্রসর হইতেছিল— হঠাৎ এ কি? শত্রু ছত্রভঙ্গ হইল। কয়েকটা অশ্ব সেতু হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া জলে পড়িল, সকলেই বিচলিত হইল। হঠাৎ দ্বিতীয় গোলা আসিল—এবার সেতুর ঠিক মধ্যস্থলে পড়িল। তৃতীয় গোলা ছুটিল—সেতু ভাঙ্গিয়া গেল। শত্রুরা অনেকে আহত হইল; অনেকে নিহত হইল—পলায়নের পথ রুদ্ধ হইল। নদীবক্ষে মৃত, আহত সৈন্য-সেনানী অশ্বসহ স্রোতে প্রবাহিত হইল। নদীবক্ষ রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

৪

নিরাপদে পলায়নের পথ রুদ্ধ হইল দেখিয়া রুসিয়ান্ সেনাপতি অন্য পন্থাবলম্বন করিলেন। শত্রুকে পরাজিত করিতে না পারিলে বাগুরা মাঝারে বদ্ধ সিংহের ন্যায় পরাজিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। তাই তিনি এবার ভিন্ন পথে জাপানীদিগের পার্শ্বদেশ আক্রমণার্থ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিতে হইলে, যে ক্ষুদ্র পাহাড়ে কাপ্তেন ওসাকা কামান

সহ অলক্ষিতে অবস্থিতি করিতেছিলেন তাহাই অধিকার করিতে হইবে। তাহারই আয়োজন চলিতে লাগিল।

কিন্তু জাপানীরা সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়। রুসিয়ানগণ যতই বীরত্বের সহিত এই ক্ষুদ্র পাহাড় আক্রমণ করিতে লাগিল, জাপানীরা ততই ধীরতার সহিত আক্রমণ প্রতিহত করিতে লাগিল। সে দিনের মধ্যে রুসিয়ান্‌গণ কিছুই করিতে পারিল না। রাত্রির অন্ধকারে কিন্তু তাহারা সফলকাম হইল। অধিক সংখ্যক রুসিয়ান সৈন্যগণ আসিয়া ভীষণ যুদ্ধে ক্ষুদ্র পর্ব্বতস্থিত জাপানীদিগকে পরাজিত করিয়া সেই বৃহৎ কামানটী অধিকার করিল। জাপানীগণ তথাপি পশ্চাৎপদ হইল না। কাপ্তেন ওসাকার ক্ষুদ্র সৈন্যদলের বেশীর ভাগই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। কাপ্তেন ওসাকা স্বয়ং আহত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

অপরদিকে জাপানী সেনাপতি নিশ্চেষ্ট ছিলেন না—তিনি পুনর্ব্বার সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রত্যুষেই তাহারা পাহাড় আক্রমণ করিবে। রুসিয়ান্‌গণ এ সংবাদ জানিত। তাই তাহারাও প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধার বিষয় এই যে, কাপ্তেন ওসাকার বৃহৎ কামানটী তাহাদের হস্তগত হইয়াছিল।

তাহারা জাপানীদের এই কামান জাপানীদেরই বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিবে—তাহাদিগকে মথিত করিবে।

গভীর রাত্রিতে ওসাকার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। তুষার পড়িতেছিল। তিনি কোনপ্রকারে উঠিয়া বসিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তখনও তিনি মূর্চ্ছার ক্লান্তি অপনোদনে সমর্থ হন নাই। তাঁহার প্রিয় কামান যদ্দারা তিনি সেইদিনই শত্রু মথিত করিয়াছিলেন—তাহা পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলেন। তাঁহার সঙ্গীরা মৃত, আহত,—আর তাঁহার কামান শত্রু হস্তগত। প্রাতে এই কামানটাই তাঁহারই বন্ধু বান্ধবদের প্রতি প্রযুক্ত হইবে। এইস্থান হইতে এই সুবৃহৎ কামান দ্বারা রুসিয়ান্‌গণ জাপানীদের নির্ম্মূল করিবে। উপায় কি? তিনি কি করিবেন? তিনি শত্রুবেষ্টিত। কামানটী হয় জাপানীদের হস্তগত হওয়া চাই, অথবা নষ্ট করা চাই। তিনি একাকী কি করিবেন? ভোর হইলে রুসিয়ান্‌গণ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। তিনি যে মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই, আহতাবস্থায় রহিয়াছেন, তাহা তাহারা তখন দেখিতে পাইবে।

সত্যই কি তিনি ইতিমধ্যে কিছুই করিতে পারেন না? একাকী তিনি কি ইহা স্থানচ্যুত করিতে পারিবেন

না? কামানের কলটি কি তিনি নষ্ট করিতে পারিবেন না? টুঁ শব্দটী হইলেই শত্রু জানিতে পারিবে। তিনি কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড দ্বারা কামানের মুখ বন্ধ করিয়া দিবেন? তাহা যে দীর্ঘ সময়-সাপেক্ষ, শত্রু যে তাঁহাকে দেখিয়া ফেলিবে। বিশেষতঃ সে সকল প্রস্তরখণ্ড স্থানান্তর করাত সম্ভবপর নহে। উপায়? উপায় কি নাই? আছে, আছে! প্রস্তরখণ্ডের আবশ্যকতা কি? তিনি নিজেই ত কামানের অভ্যন্তরে কোন প্রকারে যাইয়া কামানের কার্য্যকারিতা নষ্ট করিয়া দিতে পারেন। ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় কি হইতে পারে? ধীরে, ধীরে তিনি কামানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ধীরে—ধীরে—তিনি তন্মধ্যে মস্তক প্রবেশ করাইলেন। হঠাৎ তাঁহার মাথার উপর দিয়া কয়েকটা গুলি চলিয়া গেল। আবার, আবার! তিনি বুঝিলেন যে জাপানীরা সেই স্থান ও সঙ্গে সঙ্গে কামানটী অধিকার করিবার জন্য পুনরাক্রমণ করিয়াছে। সর্ব্বনাশ! যদি জাপানীরা সেই স্থান অধিকার করে ও তাঁহাকে কামানের মধ্যে দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহারা কি মনে করিবে? তাহাদের ধারণা হইবে যে, মৃত্যু-ভয়ে ভীত হইয়া কাপ্তেন ওসাকা কামানের মধ্যে



আত্মোৎসর্গ

আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।

কিন্তু তাঁহার সৌভাগ্যবশতঃ, জাপানীরা রুসিয়ান্‌-দিগের হস্ত হইতে পাহাড় কিম্বা কামান পুনরুদ্ধার করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরে গোলাগুলির শব্দ বন্ধ হইল। কাপ্তেন ওসাকা ধীরে ধীরে কামানের আরও ভিতরে গেলেন। পঞ্চদশ ফিট দীর্ঘ কামানের মধ্যস্থলে কাপ্তেন ওসাকা স্থান পাইলেন। তুষারপাতে কামানটী বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হইয়াছিল। সুদীর্ঘ সময়াতিপাত করা আর সহ্য হইতেছিল না। কামানের মধ্য হইতেও বাহির হইবার সম্ভাবনাও যাইতেছিল—হিমে তিনি আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

৬

মানুষের কথোপকথনের শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। অস্পষ্ট ভাষায় কে যেন কি আদেশ দিল। তিনি কামানের মুখের দিকে চাহিলেন। প্রভাত হইতে-ছিল। সম্মুখে গাছপালা দেখা যাইতেছিল। সূর্য্যোদয়ের

সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ ভীষণতর বেগে আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি প্রফুল্ল হইলেন, নিশ্চয়ই কামান এখনই ছাড়া হইবে, তিনি এই অসহ্য যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবেন।

অকস্মাৎ তাঁহার বাঁচিতে ইচ্ছা হইল। এইরূপ মৃত্যু কি বাঞ্ছনীয়? কি প্রকারে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে তাহা কেহই জানিতে পারিবে না। তিনি যে দেশের জন্য এইরূপে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন, তাহাত কেহ জানিতে পারিবে না। দেশের জন্য যে সকল বীর আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের সমুজ্জ্বল তালিকাতে স্বর্ণাক্ষরে তাঁহার নাম ত থাকিবে না। পূজনীয় পিতৃদেব, স্নেহময়ী জননী, প্রেমিকা পত্নী—তাঁহারা ত জানিবেন না যে তিনি কিরূপ ভাবে দেশের জন্য প্রাণ দিয়াছেন। তিনি মনে করিলেন, চীৎকার করিবেন। না! না! তাহা কি হইতে পারে? তাহা হইলে ত শত্রু এই কামান তাঁহার স্বদেশবাসীদিগের প্রতি প্রয়োগ করিবে। না, তা হইতে পারে না। কামান ছাড়া হইল। ধূম পরিষ্কার হইয়া গেলে গোলন্দাজগণ দেখিল যে, কামানের সম্মুখস্থ তুষারাবৃত ক্ষুদ্র বৃক্ষটী রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে।

একজন গোলন্দাজ ভীতিব্যঞ্জক স্বরে কামানের

মুখের দিকে চাহিয়া সঙ্গীদিগকে দেখাইল। সর্ব্বনাশ! কামানটী রক্তবমন করিতেছে!

সত্যই কামানের মুখ দিয়া রক্ত পড়িতেছে। ধীরে ধীরে শীর্ণরেখায় কামানের মুখ হইতে রক্ত বাহির হইয়া ধবলবর্ণ তুষারকে লোহিত বর্ণে রঞ্জিত করিতেছে। অন্ধ-বিশ্বাসী রুসিয়ান্‌গণ ভয় পাইল। তাহারা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইল। কয়েক মিনিট পরে তাহাদের কর্ম্মচারী কামানটীর মধ্যস্থান দেখাইয়া বলিল, "এ নিশ্চয়ই জাপানীদের যাদু। কামানটী অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। এস্থান এক্ষণই পরিত্যাগ কর।"

পাগল

গোধূলিলগ্নে লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ ফেব্রিয়ার্‌, বেল্‌টেম্পি ফার্ম্মে আহূত হইয়াছিলেন। ৬৯ নং পদাতিকদলের সেনাপতি তখন এই বেল্‌টেম্পি-ফার্ম্মেই অবস্থিতি করিতে-ছিলেন।

লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ ফেব্রিয়ার্‌ সেনাপতির সম্মুখে পৌছিলেই সেনাপতি বলিলেন, "কোন বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের জন্য আমি একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিব। এই গুরুতর কার্য্যের জন্য আমি তোমাকেই নির্ব্বাচিত করিয়াছি।"

লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ সেনাপতির এ কথায় বিচলিত হইলেন। হইবারই ত কথা! গত কয়েক সপ্তাহ যাহাতে তাঁহার অধীন সৈন্যগণ অপক্ক ফল ভোজন করিয়া পেটের অসুখে না পড়ে, তজ্জন্যই তিনি ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। সুতরাং, যখন তিনি সেনাপতির নিকট অবগত হইলেন যে, এতগুলি সুদক্ষ কর্ম্মচারী থাকিতে, প্রধান সেনাপতি, গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের জন্য তাঁহাকেই নির্ব্বাচিত

করিয়াছেন, তখন তাঁহার বিচলিত হইবারই কথা। রুদ্ধ আবেগ বাধা মানিল না; তিনি গদ্গদ স্বরে কেবল বলিলেন, "হাঁ, সেনাপতি!"

সেনাপতি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তোমাকে কিরূপ কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে তাহা আমি জানি না। তবে তোমাকে ত্বরিতে মেজ্‌সহরে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট যাইতে হইবে; তথায় তুমি যথাযথ উপদেশ গ্রহণ করিবে।"

বলা বাহুল্য, লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ ফেব্রিয়ার্‌ যথাসম্ভব সত্বর তথায় উপস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে তিনি বিন্দুমাত্রও বিলম্ব করেন নাই। এতদিন তিনি অধীন সৈন্যদিগকে অপক্ব ফল ভোজনে বিরত করিতেছিলেন, আর আজ এত কর্ম্মচারী থাকিতে তাঁহাকে নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে! ইতিপূর্ব্বে মেজ্‌সহরস্থ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎলাভরূপ সম্মান তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। পট্টাবাসে ও যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার সৈন্যজীবন অতিবাহিত হইতেছিল। সুতরাং সামরিক কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রধান আড্ডা মেজ্‌ সহরের অবস্থা দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। প্রত্যেক গৃহেই আলোকমালা শোভা পাইতেছিল; নগরের ফুটপাথে লোকের ভীড় কম ছিল না; হোটেলগুলিতে আমোদ-প্রমোদের চিহ্নের অভাব ছিল না। প্রধান হোটেলের

একটী কক্ষে একজন মোটা নাগরিক চীৎকার স্বরে বলিতেছিল যে, যুদ্ধে ব্রতী সৈন্যগণাপেক্ষা নগররক্ষী সৈন্যগণ অধিকতর সাহসী। অন্য কক্ষে, অন্যতম নাগরিক, যুদ্ধক্ষেত্রস্থ সেনাপতিবৃন্দের কৌশলের অভাব নির্দ্দেশ করিয়া ত্রুটী প্রদর্শন করিতেছিলেন। কেহ, ফরাসীরা যে কয়েকটী খণ্ডযুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল, তাহাই দর্পসহকারে বিজ্ঞাপিত করিতেছিল। কেবল যে মেজের নাগরিকগণই এরূপভাবে সময়াতিপাত করিতেছিলেন তাহা নহে; কয়েকজন সেনানীও, স্বদেশোদ্ধারের চিন্তা না করিয়া শ্বেত প্রস্তরের টেবিলের উপর সযত্নে দাবার গুটী পরিচালনের সঙ্গে সঙ্গে মদ্যপান করিতেছিলেন।

বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের জন্য নির্ব্বাচিত লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ ফেব্রিয়ারের পক্ষে এই সকল দৃশ্য দেখিয়া আত্মসংবরণ করা কষ্টসাধ্য হইতেছিল। তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, "হায়, হতভাগ্য ফ্রান্স!" পথিমধ্যস্থ কে একজন এই কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিল, "ঠিক বলিয়াছেন, মহাশয়! যদি একজনও লোকের মত লোক থাকিত!"

ফেব্রিয়ার্ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি সৈন্যদল-

ভুক্ত ; সুতরাং সেনাপতিদের কার্য্যের ত্রুটী প্রদর্শন তাঁহার কর্ত্তব্যোচিত নহে। সহরের পানালয়গুলিতে তিনি প্রবেশ করিলেন না। তাঁহার সময় মূল্যবান—এ কর্ত্তব্য-জ্ঞান না থাকিলে তাঁহাকে এত লোকের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত করা হইবে কেন? কিন্তু, তাঁহাকে কি কার্য্যের জন্য মনোনীত করা হইয়াছে? এই রাত্রিতে তাঁহাকে কি কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে? তাঁহাকে কি কোন কামানের ছিদ্র বন্ধ করিতে হইবে? অসমসাহসিকতা দেখাইয়া কি তাঁহাকে শত্রুর ঘাটী আক্রমণ করিতে হইবে? অথবা শত্রুর রসদ দখল করিতে হইবে? যাহাই হউক না কেন, তিনি সকল কার্য্যের জন্যই প্রস্তুত ছিলেন—তাঁহাকে যে সহস্র সুদক্ষ কর্ম্মচারীর মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে!

লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ ফেব্রিয়ার্‌ স্কন্ধাবারে পৌঁছিবামাত্র প্রধান সেনাপতির নিকট নীত হইলেন। প্রধান সেনাপতি তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শুনিয়াছি, তুমি কর্ত্তব্যপালনে সুদক্ষ।"

লেফটেনাণ্ট্‌ প্রত্যুত্তর করিলেন, "আজ্ঞা পালনই সেনানীর প্রধান কর্ত্তব্য।"

"এই জন্যই সকলে সর্ব্বপ্রথমে উহাই বিস্মৃত হয়।

যাহা হউক, তুমি পঞ্চাশ জন সৈন্য নির্ব্বাচিত কর। নির্ব্বাচন যেন সযত্নে সম্পাদিত হয়।”

“সেনাপতির আদেশ হইলে আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পঞ্চাশ জন সৈন্য নির্ব্বাচিত করিব।”

“না, সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট পঞ্চাশ জন সৈন্যই নির্ব্বাচিত করিবে।”

লেফ্‌টেনাণ্ট্ ফেব্রিয়ার্ বিচলিত হইলেন। বিপৎ-কালে সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ সৈন্যই আবশ্যক। তবে যেখানে নিশ্চিত মৃত্যু, সেখানে অন্য কথা। ফেব্রিয়ার্ সেই কথাই মনে করিলেন। কিন্তু তিনি বিচলিত হইলেন না। মৃত্যু—সে ত বাঞ্ছনীয়, শতবার, সহস্র বার বাঞ্ছনীয়। যখন সৈনিকের জীবন অবলম্বন করিয়াছেন, তখনই ত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। তজ্জন্য চিন্তা কি? কল্পনানেত্রে তিনি দেখিতে লাগিলেন যে, শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি সহাস্য বদনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছেন। তিনি মনে করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার শবকে সামরিক সম্মানের সহিত প্রোথিত করিবার জন্য লইয়া যাওয়া হইতেছে। এ ত বীরের বাঞ্ছনীয়। কিন্তু পরক্ষণেই প্রধান সেনাপতি তাঁহাকে যাহা বলিলেন, তাহাতে তাঁহার সকল আশা চূর্ণ হইল। “তুমি ও পঞ্চাশ

জন নির্ব্বাচিত সৈন্য সৈন্যাবাস হইতে কাওয়াজ করিতে করিতে, আগামী কল্য প্রত্যূষে যখন শত্রু না দেখিতে পায়, সেই সময় বিনা অস্ত্রে তাহাদিগের নিকট গমন করিয়া আত্মসমর্পণ করিবে। সৈন্যদিগকে আর আমরা আহার যোগাইয়া উঠিতে পারিতেছি না।”

ফেব্রিয়ারের মস্তকে বজ্রপাত হইলেও তিনি এত বিস্মিত হইতেন না। তিনি বলিতে যাইতেছিলেন, “তদপেক্ষা আমাদের বীরের ন্যায় মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতে আদেশ দিন না কেন?” কিন্তু তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন না। এই মাত্র তিনিই ত বলিয়াছেন যে, “সৈনিকের প্রথম কর্ত্তব্যই হইতেছে আদেশ পালন।” তিনি কোন প্রকারে সংযত ভাবে প্রধান সেনাপতিকে অভিবাদন করিয়া পট্টাবাস হইতে নির্গত হইলেন। কিন্তু, বহির্দ্দেশে আসিয়া আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার কত কথা মনে হইতে লাগিল। যখন তাঁহার আত্মসমর্পণের কথা তাঁহার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব অবগত হইবেন, তখন তাঁহারা কি মনে করিবেন?

ক্লান্ত ধূলিধূসরিত হইয়া তিনি মৃতের ন্যায়, এক প্রকার বাক্‌শক্তি-বিরহিত হইয়া নিজ সেনাপতির নিকট উপনীত হইলেন। রুদ্ধ শোকের বেগ আর এক্ষণে

প্রতিহত করিতে পারিলেন না। সেনাপতি তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন, "এইরূপ হইবে আমি পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলাম। কিন্তু, দুঃখের কারণ নাই। প্রত্যেক সৈন্যশ্রেণী হইতেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তিগণকেই এইরূপ আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।"

লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ ফেব্রিয়ার্‌ শিবিরে আসিয়া পঞ্চাশ জন সৈন্য নির্ব্বাচিত করিলেন। স্বকীয় অস্ত্রশস্ত্র ভূমিতলে রক্ষা করিয়া অধীন সৈন্যগণকেও অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। তৎপরে, তিনি সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ! স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করা, প্রাণত্যাগ করা সকলের পক্ষেই সম্ভবপর; দেশের জন্য সকলেই অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারে। কিন্তু স্বদেশ ভক্তির সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা হইতেছে স্বদেশের জন্য অপমান স্বীকার করা। তোমাদের স্বদেশ তোমাদের নিকট তাহাই দাবী করিতেছে। তোমরা দেশ-মাতৃকার জন্য অপমান স্বীকার করিতে প্রস্তুত হও।"

প্রান্তসীমায় তিনি ফরাসী প্রহরীর নিকট শেষ বিদায় লইলেন। এই প্রান্তসীমাস্থিত একটি গ্রামেই দুই দিন পূর্ব্বে তিনি বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অসংখ্য শত্রুর আক্রমণ হইতে তিনি এই গ্রামটীকে রক্ষা করিয়া-

ছিলেন। কিন্তু সেই বীরত্বের ফল কি? পুরস্কারের পরিবর্ত্তে তাঁহার ঘোর অপমানকর মৃত্যু ঘটিতেছে। যাহা হউক, তিনি দুইটি কারণে এই গ্রামাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। প্রথম, যে গ্রামে তিনি বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, সেই গ্রাম দেখিতে পাইবেন। দ্বিতীয়তঃ, রাত্রির মত এই গ্রামে তিনি ও সৈন্যগণ আশ্রয় লইতে পারিবেন; সেনাপতির আদেশে প্রত্যুষেই আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।

এতদুদ্দেশ্যে তিনি গ্রামাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। অন্ধকার রাত্রি; একটীও নক্ষত্র দৃষ্ট হইতেছিল না। গ্রামস্থ পথে লোকসমাগম দূরে থাকুক, কোন শব্দও শ্রুত হইতেছিল না। লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ ফেব্রিয়ার্‌ গ্রামের প্রান্তদেশে সৈন্যদিগকে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিয়া গ্রামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, শত্রু এ গ্রাম কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই হয় ত লুণ্ঠন করিয়া গিয়াছে। গ্রাম জনহীন। প্রতিপদে তাঁহার গতি প্রতিহত হইতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে তিনি তীব্র কেরোসিনের গন্ধ পাইতে লাগিলেন। বোধ হইতে লাগিল যে গ্রামস্থ সকল দ্রব্যই কেরোসিন-সিক্ত অবস্থায় রহি-

য়াছে। গ্রামে যে শত্রু আছে তাহা কিন্তু বোধ হইতেছিল না।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তিনি যে স্থানে তাঁহার সৈন্যগণ অপেক্ষা করিতেছিল, তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরে সসৈন্যে গ্রামস্থ হোটেলে প্রবেশ করিয়া দিয়াশালাই সাহায্যে বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত করিলেন। দেখিলেন, ভোজনাগারে কতকগুলি ভাঙ্গা বাক্স, খোলা টিন, খালি লেমনেডের বোতল—সবই আছে, নাই কেবল খাদ্যদ্রব্য। হোটেলের কোন কক্ষে, এমন কি ভাণ্ডারে পর্য্যন্ত সামান্য আহার্য্যও নাই। কিন্তু ক্ষুদ্র বর্ত্তিকার আলোকে লেফ্‌টেনাণ্ট্ একটি জিনিষ দেখিতে পাইলেন—সেটি ফ্রান্সের একটি ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্রাকারের জাতীয় পতাকা। ফেব্রিয়ার্ তাহাই যত্ন সহকারে দেখিতে লাগিলেন। বালক বালিকার ক্রীড়ার দ্রব্য, ক্ষুদ্র বংশদণ্ডে সংলগ্ন; ফেব্রিয়ার্ ও আত্মসমর্পণে প্রস্তুত তাঁহার পঞ্চাশ জন সহযোগী সৈন্যগণ তাহাই দেখিতে লাগিলেন।

বাতাসে বর্ত্তিকার আলো নির্ব্বাপিত হইল। অন্ধকারে কে বলিয়া উঠিল, "ফ্রান্সের জয়।" সেই আত্মসমর্পণে উদ্যোগী, অপমান-কলঙ্ক-মসীলিপ্তদের মধ্যে কে বলিল, "ফ্রান্সের জয়।" ফেব্রিয়ার্ বলিলেন, "কি শ্রুতিমধুর!

পুনর্ব্বার বল ভাই।" তখন সকলে সমবেত স্বরে বলিল, "ফ্রান্সের জয়।" এ যেন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির নিকট মুক্তির কথা! তাই আবার সকলে বলিল, "জয় ফ্রান্সের জয়।" আবার! ফেব্রিয়ারের মনে হইতে লাগিল যে সে মধুর ধ্বনি বুঝি অবিবেচক প্রধান সেনাপতির কর্ণে পশিয়া তিনি যে অন্যায়, অবিচার, করিয়াছেন তাহাই তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবে। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল উহা ত কিছুতেই সম্ভবপর নহে। বরং সমস্বরে উচ্চারিত এই ধ্বনি নিকটবর্ত্তী শত্রুসৈন্যের কর্ণগোচর হইবে। তাহাতে ক্ষতি কি? সামরিক নিয়মানুযায়ী তিনি ও তাঁহার সঙ্গীগণ ত প্রত্যুষেই আত্মসমর্পণ করিবেন।

ফেব্রিয়ার্ কিন্তু সেই পতাকাটি প্রাপ্তির সময় হইতে কি ভাবিতেছিলেন। অবশ্য সামরিক নিয়মানুযায়ী তাঁহারা আত্মসমর্পণে বাধ্য। তবুও তিনি নিজ সৈন্যগণকে আশ্রয় গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিয়া, সেই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর পতাকাটি নিজের বক্ষ সংলগ্ন করিয়া চিন্তাসাগরে মগ্ন হইলেন। অকস্মাৎ ক্ষীণস্বরে শত্রুর ভাষায় কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আপনি?" লেফ্‌টেনাণ্ট বিচলিত হইলেন। গ্রামে তাহা হইলে শত্রু আছে—সেই

হোটেলেও শত্রু। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? তিনি ত আত্মসমর্পণে আদিষ্ট হইয়াছেন। তিনি বীর-দর্পে নিজ নাম উল্লেখ করিলেন। কিছুক্ষণ গৃহমধ্যে আর কোন শব্দ হইল না। ফেব্রিয়ার্ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। অবশেষে আবার সেই স্বর—এবার ফরাসী ভাষায়, ফেব্রিয়ারের মাতৃভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, "কি জন্য আপনি এখানে আসিয়াছেন? আপনাকে শত্রুপক্ষীয় মনে করিয়া প্রথমবার আপনাকে শত্রুর ভাষায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমি এই গ্রামেরই ধর্ম্মযাজক।"

ফেব্রিয়ার্ আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে বন্দী হইবেন মনে করিতেছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে সেনাপতির আদেশ, আত্মসমর্পণের কথা বিবৃত করিলেন। যাজক বলিলেন, "আদেশ পালন অবশ্যই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু এক্ষেত্রে আদেশ অবহেলাও করিতে পার। ক্ষুধার্ত্ত সৈন্যের সংখ্যাও হ্রাস করিতে পার, অপিচ, সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণেরও কোন আবশ্যকতা নাই।" যাজক, অতিকষ্টে শয্যাত্যাগ করিয়া ফেব্রিয়ারের মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন, "বৎস! আমি তোমাকে দেশের সেবায় নিযুক্ত করিলাম। শত্রু সন্ধ্যার

সময়ই গ্রামে আসিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। কিন্তু তাহারা পুনর্ব্বার গ্রামে আসিবে। যুদ্ধের পর, রাস্তায় রাস্তায় ফরাসীদের শব ও বন্দুক গড়াগড়ি যাইতেছিল। ফরাসী সেনাপতির পলায়নের পরে, শত্রু এ বন্দুকগুলি সংগ্রহের জন্য এই গ্রামে আসিয়াছিল। তাহারা জানে যে, ফরাসী বন্দুকগুলি তাহাদের বন্দুক অপেক্ষা ভাল। কিন্তু তাহারা গ্রামে একটি বন্দুকও পায় নাই। তাহারা প্রত্যেক গৃহ, প্রত্যেক স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও একটি বন্দুকও পায় নাই। অবশেষে তাহারা একজন লুক্কায়িত গ্রামবাসীকে পীড়ন করিলে সে বন্দুক কোথায় বলিয়া দিল; কিন্তু শত্রু সে স্থান অনুসন্ধান করিয়াও কোন বন্দুক পাইল না। কেন পায় নাই, তাহা আমিই জানি। তাহারা মনে করে যে গ্রামেই বন্দুকগুলি রহিয়াছে; এবং তদ্ব্যতীত গ্রামে প্রচুর আহার্য্য দ্রব্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। প্রতিহিংসা সাধনার্থ তাহারা গ্রামটিকে ভস্মীভূত করিবার উদ্দেশ্যে সর্ব্বত্র কেরোসিন ঢালিয়াছে। ভগবানই তোমাদিগকে এখানে পাঠাইয়াছেন। তোমাদের আত্মসমর্পণ করিবার আবশ্যকতা নাই। তোমরা মাতৃভূমির জন্য এই স্থানে যুদ্ধ করিয়া বীরের বাঞ্ছিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পার।"

"আমাদের একান্ত ইচ্ছা যে বীরের ন্যায় অগ্রসর হই। কিন্তু আমাদের যে কোন অস্ত্রই নাই।"

যাজক বলিতে লাগিলেন, "আমি কি তোমাকে এই মাত্র বলি নাই যে শত্রু বন্দুকগুলি পায় নাই। কেন? বন্দুকগুলিকে প্রথমে যে স্থানে রাখা হয়, তাহা গ্রামবাসীদের কেহ কেহ জানিত; কিন্তু পাছে অর্থলোভে বা পীড়নের জন্য সে স্থান শত্রুকে দেখাইয়া দেয়, এই আশঙ্কায় আমি সেগুলি স্থানান্তরিত করিয়াছি।"

সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ ফেব্রিয়ার্‌ তাঁহার সৈন্যবৃন্দের নিকটে আসিয়া তাহাদিগকে সকল কথা জ্ঞাপন করিলেন। আর তাহারা স্থির থাকিতে পারিতেছিল না। তাহারা আর আত্মসমর্পণে উদ্যোগী, কাপুরুষ নহে। সংবাদপত্রে ভীরু নামের তালিকায় আর তাহাদের নাম ছাপা হইবে না। তাহারা বীর-বাঞ্ছিত মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে পারিবে। সে কি সুখের! বন্দুকগুলি ও আবশ্যক গোলাবারুদ, বহুদিন পরে প্রত্যাগত সন্তান মাতার নিকট যেরূপ আদর পায়, সেইরূপ আদর পাইতে লাগিল। অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে, লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ ফেব্রিয়ার্‌ ও তাঁহার অধীন সৈন্যগণের আত্মসম্মানবোধ ছিল না—এখন তাঁহারা বীরের ন্যায়, প্রকৃত সৈন্যের

ন্যায় যুদ্ধার্থে প্রস্তুত—মৃত্যুর সহিত আলিঙ্গনে বদ্ধ-পরিকর।

এখন কেব্রিয়ারের মন আহ্লাদে উৎফুল্ল। কি প্রকারে, যথাসম্ভব অধিক শত্রুসৈন্য মথিত করিয়া দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করিতে পারেন, সেই চিন্তায় তিনি ব্যস্ত। সত্বর অভিসন্ধি স্থির করিয়া উহা কার্য্যে পরিণত করিতে তাঁহার অধীন কুড়িজন সৈন্যসহ শত্রুপক্ষের শিবিরের নিকটস্থ দ্রাক্ষাবনে আশ্রয় লইলেন। অন্য সৈন্যগুলিকে গ্রামের অন্যান্য স্থানে প্রেরণ করিলেন। সেইস্থান হইতে সন্তর্পণে তিনি হামাগুড়ি দিতে দিতে শত্রুশিবিরের সন্নিকটে পর্ব্বতোপরি পৌঁছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যে কতিপয় শত্রুসৈন্য শিবির ত্যাগ করিয়া গ্রামাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। এই তাঁহার সময়। তিনি দ্রুতবেগে, অথচ সাবধানতার সহিত পর্ব্বতোপরি হইতে নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিলেন। তিনি হামাগুড়ি দিয়া নামিতে আরম্ভ করিলেন—দাঁড়াইতে সাহস পাইলেন না—পাছে শত্রু তাঁহাকে দেখিতে পায়;—তাহা হইলে তাঁহার সকল অভিসন্ধি ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তাঁহার অঙ্গাবরণ পর্ব্বতগাত্রের সহিত ঘর্ষণে ছিন্নভিন্ন হইতে লাগিল;

শরীরের অনেক স্থান হইতে রক্ত পড়িতে লাগিল; ঘর্ম্মে সকল শরীর সিক্ত হইল; তাঁহার মস্তকে দারুণ বেদনা বোধ হইতে লাগিল; মনে হইল যেন মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইবে; কিন্তু তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন। পলাতক, কাপুরুষরূপ কলঙ্কলেপ দূর করিতে হইবে। তাই শত্রুসৈন্যের পৌছিবার পূর্ব্বেই তিনি নিজ সৈন্যগণের নিকটে পৌছিয়া তাহাদিগকে যথাযথ আদেশ দিলেন। শত্রুসৈন্য গ্রামের অপরপ্রান্ত হইতে অগ্নি প্রদান ও ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া সকল গ্রাম ভস্মীভূত করিবে। তাহারা যেমন গ্রামে প্রবেশ করিবে, তখনই তাহাদিগকে হত্যা করিবে। কেবল সঙ্গীন দ্বারা হত্যা করিতে হইবে, কারণ বন্দুকের শব্দ হইলে অধিক সংখ্যক শত্রু-সৈন্য প্রেরিত হইবে।

দ্রাক্ষাবনস্থ ফেব্রিয়ার্ ও বিংশতি সৈন্যের নিকট শত্রুসৈন্যের অধিনায়ক পৌছিলেন। আদেশানুযায়ী শত্রুসৈন্য আরও কেরোসিন ঢালিতে লাগিল। অন্ধকার— আর সেই অন্ধকারে ফেব্রিয়ার্ ও তাঁহার কুড়িজন সৈন্য পূর্ব্ব সঙ্কেতানুযায়ী শত্রুমধ্যে মিশিয়া গেলেন। শত্রু প্রথমে কিছুই অনুভব করিতে পারে নাই, কিন্তু অধি-নায়কের সন্দেহ সহজেই উদ্রেক হইল; তাই তিনি

তাঁহার লণ্ঠনের মুখ অনাবৃত করিলেন। চক্ষু স্থির; সম্মুখেই ফরাসীসৈন্য—স্বয়ং লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ ফেব্রিয়ার! অধিনায়ক চীৎকার করিয়া বলিলেন, “বন্দুকে গুলি ভর!” ফেব্রিয়ার বুঝিতে পারিলেন যে, কোন রকমে বন্দুকের শব্দ না হয়, তজ্জন্য শত্রুসৈন্যও তাঁহারই ন্যায় খালি বন্দুক সহ অগ্রসর হইয়াছে। অধিনায়ক কোমরবন্ধ হইতে পিস্তল বাহির করিবার পূর্ব্বেই ফেব্রিয়ারের সঙ্গীন্‌ অধিনায়ককে ভূমিতলে পাতিত করিল—সঙ্গে সঙ্গে লণ্ঠনটীও নির্ব্বাপিত হইল। সময় বুঝিয়া ফরাসী সৈন্যগণ সঙ্গীন চালাইতে আরম্ভ করিল।

এই আকস্মিক আক্রমণে শত্রু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল—তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল। বিষম অন্ধকারে তাহারা ফরাসী সৈন্যের সংখ্যা নির্দ্ধারণে সমর্থ হইল না;—তাই তাহারা আরও ভীত হইয়া পড়িল। অতর্কিত আক্রমণে তাহারা তাহাদের বন্দুকে বা পিস্তলে গুলি ভরিতে সময় বা অবসর পাইল না। নিঃশব্দে যুদ্ধ চলিতে লাগিল—ফলে শত্রুসৈন্যের কেহই নিস্তার পাইল না। ফেব্রিয়ার্‌ দেখিলেন—নিজেরও বলক্ষয় হইয়াছে। তা হোক্‌।

ফেব্রিয়ার্‌ সঙ্গীদিগকে উৎসাহের সহিত বলিলেন,

"ভ্রাতৃগণ! এ রাত্রির ঘটনায় আর কেহ আমাদিগকে কাপুরুষ বা পলায়ক বলিতে পারিবে না। আমরা আর এক্ষণে আত্মসম্মান-হীন সৈন্য নই। হয় ত, এমন দিন আসিবে, যখন এই রাত্রির বীরত্ব-গাথা দশের কণ্ঠে গীত হইবে। আমরা অবশ্য শুনিব না—তবে, শুনিবার লোকের অভাব হইবে না।"

বলা বাহুল্য লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ ফেব্রিয়ার্‌ আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু, তিনি কর্ত্তব্যবিস্মৃত হন নাই। যে কয়জন সৈন্য পূর্ব্বোল্লিখিত যুদ্ধে জীবিত ছিল, তিনি গ্রামমধ্যস্থ অন্য সৈন্যকে ডাকিবার জন্য তাহাদিগকে প্রেরণ করিলেন। সকলেই সেই স্থানে সমবেত হইলে মৃত শত্রুদিগের অস্ত্রাদি তাহাদিগকে ধারণ করিতে আদেশ করিয়া, নিজে শত্রুর অধিনায়কের অস্ত্রে সুসজ্জিত হইলেন—তাঁহারই তরবারী নিজ কোমরবন্ধে সংযোজিত করিলেন, তাঁহার পরিত্যক্ত পিস্তলটী সঙ্গে লইলেন—বক্ষস্থলে সেই জাতীয়পতাকা সংলগ্ন করিয়া লইতে ভুলিলেন না। এই সকল সাজসজ্জা সমাপন করিয়া, সকলে একত্রে নিঃশব্দে শত্রু-শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শত্রুশিবিরে এতক্ষণে পূর্ব্বপ্রেরিত সৈন্যদলের কার্য্য-

বিধির সংবাদ .পৌঁছিবার কথা ছিল। যথাসময়ে সংবাদ না পৌঁছায় সেনাপতি কিছু চঞ্চল হইয়া পড়িতেছিলেন। তিনি প্রতি মিনিটে দূরবীক্ষণ-সহযোগে গ্রামের দিকে চাহিতেছিলেন। কথা ছিল তাঁহার সৈন্যগণ তথায় পৌঁছিয়াই অগ্নিপ্রদান করিবে। এতক্ষণেও কেন যে তিনি অগ্নিশিখা দেখিতে পাইতেছিলেন না, তজ্জন্য চিন্তাক্লিষ্ট বদনে সহকারীদের সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন। লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ ফেব্রিয়ার্‌ ও তাঁহার দলস্থ সৈন্যগণ শত্রুশিবিরের সন্নিকটে পৌঁছিয়া এই দৃশ্য উপভোগ করিতেছিলেন। নাট্যালয়ে দর্শকবৃন্দ যেরূপ আহ্লাদ-সহকারে দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখিতে থাকে, লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ ফেব্রিয়ারেরও আজ সেই দশা। তিনি অবশ্য বেশ বুঝিতে পারিতেছিলেন যে পরক্ষণেই তাঁহাকেও অভিনেতা হইতে হইবে। তিনি ইহাও বেশ জানিতেন যে, তাঁহাকে বিয়োগান্ত নাটক অভিনয় করিতে হইবে। তাহা হইলেও, যতক্ষণ এই মিলন-নাটক অভিনীত হয় হোক—তিনি দর্শকের ন্যায় আনন্দানুভব করুন। অন্ধকার রাত্রি, পর্ব্বতোপরি আলোকের নিকট শত্রু, দ্রাক্ষালতা মধ্যে লুক্কায়িত ফেব্রিয়ার্‌, শত্রুর হত সঙ্গীদের জন্য প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য অপেক্ষা, এসবই সেই

মিলনান্ত নাটকের দৃশ্যমাত্র। আর এই নাটক রচনা করিয়াছেন লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ ফেব্রিয়ার্‌ এবং ইহার নায়কও তিনি। অধিকন্তু এই দৃশ্যগুলি যদি সুন্দর হয়, তবে সুন্দরতর দৃশ্য আরও আছে—সেগুলিও অভিনীত হইবে। লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ ফেব্রিয়ার্‌ তাঁহার বক্ষস্থল হইতে বালকের ক্রীড়নক—সেই ত্রিবর্ণ পতাকাটী লইলেন। কিছুক্ষণ পতাকাটী লক্ষ্য করিয়া তিনি পুনর্ব্বার উহা বক্ষস্থলে সংযোজিত করিলেন। তাঁহার আর এক্ষণে অন্য কর্ম্ম ছিল না—তিনি সংযতচিত্তে ধীরভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অন্ধকার রাত্রির ন্যায় মহামহিম শুভরাত্রি তাঁহার জীবনে আর হয় নাই।

এদিকে শত্রুসেনাপতি ক্রমেই অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অগ্নিশিখা এখনও লেলিহান হইয়া গ্রাম-মধ্য হইতে দেখা না যাইবার কারণ তিনি ও তাঁহার অনুচরগণ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন যে, অবশ্যই তাহাদের কোন বিপদ ঘটিয়াছে। নিশ্চয়ই তাহারা ফরাসী সৈন্যের হস্তে বন্দী হইয়াছে—তাই গ্রামের অগ্নিশিখা এতক্ষণও দৃষ্ট হয় নাই। সুতরাং, তিনি তাঁহার বিরাট বাহিনীকে সুসজ্জিত হইবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন।

লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ ফেব্রিয়ার্‌ বেশ আমোদ উপভোগ করিতেছিলেন। যাহারা আত্মসম্মান ত্যাগ করিয়া, আত্মসমর্পণ করিতে সেনাপতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিল, সেই মুষ্টিমেয় পলাতক, কাপুরুষ সৈন্যগণের জন্য আজ সমগ্র শত্রুবাহিনী ভীত। তাহাদেরই জন্য শত্রু মনে করিতেছে যে সমগ্র ফরাসী সৈন্যবাহিনী বুঝি আজ তাহাদের আক্রমণ করিতে অগ্রসর। তিনি সন্নিকটস্থ নিজ সঙ্গীকে বলিলেন, "আমার আদেশ না পাইলে বন্দুক ছুড়িও না—আর বন্দুক একবার মাত্র ছুড়িতে হইবে।" সেই সৈন্যটী তাহার পার্শ্ববর্ত্তী সৈন্যকে লেফ্‌টেনাণ্টের আদেশ জানাইল এবং এবম্প্রকারে সেই ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র, ফরাসীবাহিনী তাহাদের অধিনায়কের আদেশ অবগত হইল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সমগ্র শত্রুসেনা অগ্রসরের আদেশ পাইল। পর্ব্বতের ঊর্দ্ধদেশ হইতে তাহারা নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিল;—তখনও একটু অন্ধকার আছে। ফেব্রিয়ার্‌ দেখিলেন যে তাঁহার দলস্থ একজন সৈনিক বন্দুক লক্ষ্য করিতেছে। তিনি তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্ব আদেশ স্মরণ করাইয়া দিলেন। সত্য বটে, কয়েক মিনিট পরেই তাঁহারা নশ্বর ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া

অমরধামে যাইবেন, তথাপি তাঁহারা বীর—বীরের ন্যায়ই মরিবেন। যতদূর সাধ্য শত্রুসৈন্য ধ্বংস করিয়া প্রাণ দিবেন। শত্রু আরও নিকটে আসুক—একটি গুলিও যেন ব্যর্থ না হয়।

শত্রু আরও সন্নিকট হইল। এবার লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ ফেব্রিয়ার্‌ গুলি ছাড়িবার আদেশ দিলেন। ফরাসীসৈন্য এত নিকটে, শত্রু তাহা স্বপ্নেও মনে করিতে পারে নাই। গুলি ছাড়িয়াই লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন—বক্ষঃস্থল হইতে সেই জাতীয় পতাকাটী—সেই বালকের ক্রীড়নকটী গ্রহণ করিয়া বন্দুকের সঙ্গীনে লাগাইলেন—সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর গুলিতে সকলে অমরধামে গমন করিলেন।

শত্রু মনে করিয়াছিল যে, সম্মুখে বিপুল, বিরাট, ফরাসী-বাহিনী। কিন্তু, উষার আলোকে তাহারা যাহা দেখিতে পাইল, তাহাতে তাহারা নিশ্চল হইল। কোথায় ফরাসী-বাহিনী? শত্রুসেনাপতি স্তম্ভিত হইলেন; অবশেষে দেখিলেন যে অগ্রবর্ত্তী ফরাসীর বন্দুকের সঙ্গীনে একটী ক্ষুদ্র ত্রিবর্ণের জাতীয় পতাকা—বালকের ক্রীড়ার বস্তু। তিনি তাচ্ছল্য সহকারে বলিলেন, "ইহারা পাগল—উন্মাদ মাত্র।"

মৎস্যজীবী

পারিসের অবরোধ আরম্ভ হইয়াছে। লোকজন অনাহারে মৃতপ্রায়। ছোট চড়ুই পাখীগুলি পর্য্যন্ত নিষ্কৃতি পায় না। দেখিতে পাইলেই লোকে তাহাদের মারিয়া ফেলে। মানুষে যাহা পায়, তাহাই খাইয়া ফেলে।

মঁসিও মরিসট্ ঘড়ীর কারবার করিতেন। উপরিউক্ত অবরোধের সময়, ওভারকোটের পকেটে হাত দিয়া, জানুয়ারীর শীতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া দোকানের দিকে চলিয়াছেন। অকস্মাৎ পথে অন্য এক পথিকের সঙ্গে তিনি ধাক্কা খাইলেন। চাইয়া দেখেন তাঁহারই বন্ধু মঁসিও সোঁভেজ্।

যুদ্ধের পূর্ব্বে মরিসট্ প্রতি রবিবারেই খুব ভোরে ছিপ ও আধার লইয়া, অদূরবর্ত্তী মারান্থাদ্বীপে মাছ ধরিতে বসিতেন। প্রতি রবিবারেই এইখানে তাঁহার সহিত কাটা-কাপড়ওয়ালা সোঁভেজের দেখা হইত। মঁসিও সোঁভেজও প্রতি রবিবারে এই স্থানে ছিপ লইয়া আসিতেন।

প্রথমে একের সহিত অপরের আলাপ পরিচয় ছিল না। পরে ধীরে ধীরে আরম্ভ হইল। প্রথমে, একে অপরের দিকে মধ্যে মধ্যে চাহিতেন মাত্র; পরে দু'একটি কথা হইত; অবশেষে বন্ধুত্বটা পাকিয়া গেল।

এখন পারিস অবরুদ্ধ, আর ছিপ লইয়া যাওয়া চলে না; একের সহিত অপরের বড় দেখা হয় না;—তাই যখন অকস্মাৎ একজন অপরের সহিত ধাক্কা খাইলেন, দুইজনে হাত-নাড়ানাড়ি করিলেন। মঁসিও সোঁভেজ প্রথমে দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে বলিলেন,"কি আপদেই পড়া গিয়াছে।" মঁসিও মরিসট্ও মুখখানি গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "যা বলেছ! এমন সুন্দর প্রাতঃকাল—রবিবার, তায় পয়লা জানুয়ারী। কোথায় ছিপ লইয়া যাই, তা না, কি আপদ্।"

মঁসিও সোঁভেজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দিনই ভাই গিয়াছে! আর ছিপ লইয়া দিন কাটিবে না।" তাঁহারা নিকটস্থ "কাফী"-গৃহে গমন করিয়া একটু গরম হইয়া আবার চলিতে লাগিলেন।

হঠাৎ সোঁভেজ বলিলেন, "আমরা আবার যদি যাই?"

"কোথায়?"

"বিলক্ষণ! ছিপ লইয়া?"

"আহা, তা ত বুঝিলাম। কিন্তু যাইব কোথায়?"

"বিলক্ষণ! মারান্থাদ্বীপে?"

"ঘাটী যে আটকান রহিয়াছে।"

"তা হোক! সেনাপতি ছুমোলি আমার বন্ধু। সুতরাং আমরা ছাড় পাইব।"

আহ্লাদে মরিসট্ যে কি করিবেন বুঝিতে পারিতেছিলেন না। দুইজনে বাড়ী গিয়া সরঞ্জাম ও ছিপ সহ ঘাঁটীর নিকট পৌছিলেন। সেনাপতি ছুমোলি বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করিলেন;—আর ছিপ সহ বন্ধুদ্বয় আহ্লাদে আটখানা হইয়া দ্বীপে পৌছিলেন।

দ্বীপে পৌছিয়া মরিসট্‌ও সেঁাভেজ নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালার দিকে চাহিলেন। পর্ব্বতমালায় জর্ম্মাণ সৈন্য তাঁবু ফেলিয়াছে। এতদিন তাঁহারা জর্ম্মাণদের কথাই শুনিতেছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের প্রিয় পারিস অবরোধ করিয়াছে; স্বদেশকে লুণ্ঠন করিয়াছে; তাহারা অপরাজেয়; কিছুতেই তাহাদের গতি প্রতিহত করা যাইতেছে না।

মরিসট্ কহিলেন "যদি উঁহাদের সহিত দেখা হয়!"

সোঁভেজ উত্তর করিলেন "বেশ ত! তাহাদের তাহা হইলে আহারের জন্য কিছু মাছ দেওয়া যাইবে।"

দুইজনে মাছ ধরিতে আরম্ভ করিলেন; তাঁহাদের আর অন্য চিন্তা থাকিল না। বেলা বাড়িয়া যাইতে লাগিল; ছিপ ফেলিতেছেন, মাছ উঠাইতেছেন, অন্য কথা নাই।

অকস্মাৎ কামানের গোলার শব্দ শোনা গেল। মরিসট্ দেখিলেন যে, নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতমালার উর্দ্ধদেশ হইতে একটী কামান গোলাবর্ষণ করিতেছে—পরক্ষণেই পারিসের দুর্গপ্রাচীর হইতে অন্য কামান প্রত্যুত্তর দিতেছে।

সোভেজ বলিলেন, "আবার তাহারা আরম্ভ করিয়াছে।"

মরিসট্ বলিলেন, "কি অন্যায়! একজন আর একজনকে মারিতেছে।" সোভেজ বলিলেন, "ঠিক যেন পশু।"

হঠাৎ তাঁহাদের বোধ হইল যে, কে যেন তাঁহাদের পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। ফিরিয়া দেখিলেন যে চারিটি লোক চারিটি বন্দুক লইয়া তাঁহাদিগের দিকে লক্ষ্য করিয়াই দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু তাঁহাদের হাত হইতে ছিপ পড়িয়া গেল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে ঐ চারিজন জর্ম্মাণ তাঁহাদিগকে

রজ্জুবদ্ধ করিয়া লইয়া গেল। মাছের থলিটাও লইতে তাহারা ভুলিল না।

কিয়দ্দূরেই একজন জর্ম্মাণ সেনাপতি বসিয়াছিলেন। তাঁহার পদতলে মাছের থলিটা রাখিয়া জর্ম্মাণ চতুষ্টয় আদেশ প্রতীক্ষায় অভিবাদন করিল। সেনাপতি একবার মরিসটূ ও সোঁভেজের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমরা ফরাসী গুপ্তচর। যদি অদ্যকার সাঙ্কেতিক চিহ্ন কি আমাকে বলিতে পার ভাল ; নতুবা, এক্ষণেই তোমাদিগকে হত্যা করা হইবে।"

দুই বন্ধু কোন কথা বলিলেন না। জর্ম্মাণ-সেনাপতি বলিতে লাগিলেন, "অন্য কেহই এ কথা জানিতে পারিবে না। বলিবামাত্র আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিব এবং সচ্ছন্দে তোমরা গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারিবে। অস্বীকার করিলে নিশ্চিত মৃত্যু।"

তবুও দুই বন্ধু কোন কথা কহিলেন না—তাঁহারা বিন্দুমাত্রও নড়িলেন না। সেনাপতি ধীর ভাবে নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "বিবেচনা করিয়া দেখ—পাঁচ মিনিটের মধ্যেই হয় তোমরা ঐ নদীর তলদেশ শোভা করিবে, অথবা গৃহাভিমুখে যাইবে।" তবুও তাঁহারা নির্ব্বাক্—নিশ্চল।

সেনাপতি জর্ম্মাণ ভাষায় কি বলিলেন। কুড়িজন জর্ম্মাণ সৈন্য বন্দুক লইয়া বন্ধুদ্বয়ের দিকে লক্ষ্য করিল। সেনাপতি আবার কি ভাবিয়া সোঁভেজকে এক পার্শ্বে লইয়া গিয়া বলিলেন, "আমাকে সাঙ্কেতিক চিহ্নটী বল। তোমার বন্ধু কিছুই জানিতে পারিবে না। এখনই বল।" কিন্তু সোঁভেজ পূর্ব্বেরই ন্যায় নির্ব্বাক্, নিশ্চল রহিলেন।

তখন সেনাপতি, মরিসট্‌কে লইয়া সেই প্রশ্ন করিলেন —মঁসিও মরিসট্‌ও নির্ব্বাক্, নিশ্চল রহিলেন।

তখন আবার দুইবন্ধু একস্থানে আনীত হইলেন। সেনাপতি দ্বিতীয় আদেশ দিলেন। সৈন্যেরা বন্দুকগুলি বন্দীদের প্রতি সঠিক করিয়া লক্ষ্য করিল। মরিসটের দৃষ্টি সেই মাছের থলিটার উপর। তিনি সেই দিকে চাহিয়া বন্ধুর হস্ত গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "ভাই, বিদায়।" সোঁভেজেরও দৃষ্টি ঠিক সেই সময়েই মাছের দিকে পড়িয়াছিল—একই মুহূর্ত্তে তিনিও বন্ধুর হাত ধরিয়া বলিলেন, "ভাই, বিদায়।"

সেনাপতি আদেশ করিলেন, "গুলি কর"। একই মুহূর্ত্তে বন্দুকের আওয়াজ হইল। সোঁভেজ ও মরিসট্‌ ভূমিতলে একে অন্যের উপরে পড়িয়া গেলেন। সেনাপতি অন্য একটী আদেশ দিলেন। তাঁহার সৈন্যেরা স্থান ত্যাগ

করিয়া রজ্জু ও প্রস্তর সহ প্রত্যাবর্ত্তন করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রস্তরগুলি বন্ধুদ্বয়ের পায়ের সহিত দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া তাঁহাদিগকে নদীতীরে লইয়া গেল।

সেনাপতি এক্ষণে মাছের থলির দিকে চাহিয়া তাঁহার পাচককে ডাক দিলেন। "দেখ মাছগুলি তাজা থাকিতে থাকিতে আমার জন্য ভাজিয়া আন।"

পারিস অবরোধ

মহাযুদ্ধের সময় বার্লিনের শহরতলীতে পেন্সনভুক কাপ্তেন উইণ্টারনিজ্‌ বাস করিতেন। তিনি বহুকাল সৈন্যদলভুক্ত থাকিয়া অবসর লইয়াছিলেন। মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে তাঁহার পুত্রও সৈন্যদলে যোগদান করিয়াছিলেন। কাপ্তেনের নিকট রহিল তাঁহার একমাত্র পুত্রের কন্যা—তাঁহার একমাত্র পৌত্রী।

এই ভাবে কিছুদিন চলিল। জর্ম্মাণ সৈন্যের বিজয়-গৌরবে জর্ম্মাণী দৃপ্ত হইতেছিল। বৃদ্ধ কাপ্তেন উইণ্টারনিজ্‌ প্রত্যহ প্রভাতে দৈনিক সংবাদপত্রের স্তম্ভে বিজয়-গাথার বিবরণ পাঠ করিয়া উৎফুল্ল হইতেছিলেন। সকলের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও মনে করিতেছিলেন যে, পারিস অবরোধ ও পারিসের আত্মসমর্পণের আর বিলম্ব নাই। কিন্তু অধিক দিন আর এ অবস্থা রহিল না। সম্মিলিত ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্য জর্ম্মাণদিগকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিতে লাগিল। অবশেষে যে দিন সেনাপতি ফষের হস্তে জর্ম্মাণদিগের আত্ম-

সমর্পণের সংবাদ পৌঁছিল, সেদিন বৃদ্ধ কাপ্তেন সংবাদ পাঠ করিয়া, অকস্মাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পৌত্রী মনে করিল, বৃদ্ধ এ নিদারুণ সংবাদ সহ্য করিতে পারেন নাই; বুঝি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

বালিকা বিপন্না হইয়া চিকিৎসককে সংবাদ দিল। তিনি দেখিলেন যে বৃদ্ধ কাপ্তেন মৃতপ্রায়; যেন তাঁ[illegible] মাথায় বজ্রাঘাত হইয়াছে; জীবনের আশা খুবই [illegible]। তথাপি চিকিৎসক বালিকাকে সান্ত্বনা দিতে বিরত হইলেন না এবং যথাযথ ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন।

পর দিন বার্লিনে নূতন এক সংবাদ পৌঁছিল; ইংরাজ ও ফরাসীরা পরাজিত হইয়া রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়াছে; তাঁহাদের সেনাপতিগণ বন্দী; পারিস অবরোধের আর তিলমাত্র বিলম্ব নাই। এ সংবাদে আবার বার্লিনবাসী সকলে আনন্দে মাতোয়ারা হইল। যে প্রকারেই হোক্ মৃতপ্রায় বৃদ্ধ কাপ্তেনের কর্ণেও এই সংবাদ প্রবেশ করিল। ফলে চিকিৎসক যখন তাঁহাকে দ্বিতীয়বার দেখিতে গেলেন, তখন দেখিলেন যে বৃদ্ধ অনেকটা সুস্থ। তিনি কোন প্রকারে হাস্যমুখে অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "আমাদের জয় হইয়াছে!" চিকিৎসকও প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন, "হাঁ! আমাদের জয় হইয়াছে।"

কিন্তু পরদিন সকল বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইল। জয় দূরে থাকুক, পারিস অবরোধ দূরে থাকুক, বার্লিন অবরোধের আর বিলম্ব রহিল না। বালিকা এই নিদারুণ সংবাদে সন্ত্রস্ত হইয়া পুনর্ব্বার চিকিৎসককে আহ্বান করিল। পরামর্শ হইল বৃদ্ধকে বাঁচাইতে হইলে সঠিক সংবাদ তাঁহাকে জানান হইবে না; কেন না, তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যু সুনিশ্চিত।

চিকিৎসক কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র বৃদ্ধ কাপ্তেন বলিয়া উঠিলেন "সুপ্রভাত! কি বলেন, আমরা শীঘ্রই পারিস অবরোধ করিব।" চিকিৎসক উত্তর করিলেন, "অবশ্য! অবশ্য! সৈন্যদের পারিস পৌঁছিতেই যে দেরী। তৎপরে আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব হইবারও আশঙ্কা নাই।"

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। চিকিৎসক ও পৌত্রী উভয়ে দিনের পর দিন মিথ্যাকথা বলিতে লাগি-লেন। জর্ম্মাণ সৈন্য ফরাসীদের ঐ নগর অধিকার করিল, কাল ফরাসীদের সহকারী সেনাপতি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন; পরশ্ব ফরাসী পদাতিকেরা পলায়নে অসমর্থ হইয়া বাগুরা মাঝারে বদ্ধ হইয়াছে। নিত্য নিত্য নূতন নূতন ফরাসী পরাভবের সংবাদে বৃদ্ধ পরিতৃপ্ত হইতে

লাগিলেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্বাস্থ্যেরও কথঞ্চিৎ উন্নতি দেখা গেল। চিকিৎসক ও বালিকা উভয়ে মিলিয়া সহস্র সহস্র মিথ্যার সৃষ্টি করিয়া বৃদ্ধের জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু, দিন দিন তাঁহাদের অবস্থা বড়ই অসুবিধা-জনক হইয়া উঠিতে লাগিল। যেরূপ ভাবে জর্ম্মাণীর কাল্পনিক জয় হইতে লাগিল, সেরূপ ভাবে পারিস অবরোধ ত' সহজ কথা, পারিস বিজয়ও সহজ। এদিকে বিজয়ী ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্য বার্লিনের ক্রমেই সন্নিকটস্থ হইতে লাগিল; সাত দিনে জর্ম্মাণ সৈন্যের পারিস অবরোধ বৃদ্ধ কল্পনা করিতে লাগিলেন, এদিকে প্রকৃতপক্ষে সম্মিলিত শক্তি কর্ত্তৃক বার্লিন অবরোধের আর অধিক বিলম্ব ছিল না। এক একবার তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল যে, তাঁহারা তাঁহাকে রাজধানী হইতে দূরে গ্রামে লইয়া যান; কিন্তু, তাঁহাকে অন্যত্র লওয়া কষ্টকর ছিল। অধিকন্তু, নগরের বহির্ভাগে লইয়া গেলে তিনি সমস্তই সহজেই বুঝিতে পারিবেন। ফলে, তাঁহাকে সেই স্থানে রাখাই যুক্তিযুক্ত মনে হইল।

যেদিন প্রথম বার্লিন অবরোধ আরম্ভ হইল, সেই দিন কাপ্তেন ডাক্তারকে দেখিয়া বলিলেন, "ডাক্তার,

অবরোধ আরম্ভ হইয়াছে।” ডাক্তার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন ; কিন্তু, পৌত্রী বলিলেন, “পারিস অবরোধ আরম্ভ হইয়াছে, আমরা সেইজন্যই কামানের শব্দ পাইতেছি।” বৃদ্ধও সঙ্গে সঙ্গে আবার বলিয়া উঠিলেন, “ডাক্তার! হাঁ! জর্ম্মাণ সৈন্য কর্তৃক পারিস অবরুদ্ধ হইয়াছে। পারিসের আত্মসমর্পণের আর অধিক বিলম্ব নাই।” বৃদ্ধের মানসিক শক্তি এত দুর্ব্বল হইয়াছিল যে, কামানের শব্দ অত দূর হইতে যে আসিতে পারে না, তাহা তাঁহার বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না। বার্লিন যে অবরুদ্ধ হইতে পারে, ইহা তাঁহার ধারণার বহির্ভূত ছিল। তিনি কিছুতেই মনে করিতে পারিতেছিলেন না, যে তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জর্ম্মাণি বা বার্লিন পরাজিত বা অবরুদ্ধ হইতে পারে। সে যে অসম্ভব! তিনি তাহা কল্পনাও করিতে পারিতেন না—এখন ত’ কথাই নাই।

অবরোধ চলিতেছিল। পৌত্রী ও চিকিৎসকের অপ্রতিহত চেষ্টায় বৃদ্ধ কিছুই বুঝিতেছিলেন না এবং তাঁহার বুঝিবার ক্ষমতাও ছিল না। পৌত্রী ও চিকিৎসক অতি কষ্টে তাঁহার প্রিয় আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া দিতেছিলেন। বৃদ্ধ আহারে বসিয়া, যৌবনকালে যে সকল যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহারই বৃত্তান্ত বলিতেন।

কোন্ দিন কোন্ সময়ে তিনি ও সৈন্যগণ অমুক স্থানে কি ভাবে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন—কোন্ স্থানে তাঁহারা অবরুদ্ধ হইয়া কি ভাবে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন —অবরুদ্ধ হইয়া কেবল অশ্বমাংসের উপর কি প্রকারে তাঁহারা নির্ভর করিয়াছিলেন, এই সকল বীরত্বব্যঞ্জক আখ্যায়িকা তিনি বিবৃত করিতেন। বৃদ্ধ কল্পনায়ও জানিতে পারিতেছিলেন না যে, রাজধানীর অধিকাংশ লোকেই এক্ষণে অশ্বমাংসে উদর পূরণ করিতেছিল।

এইভাবে দিন যাইতে লাগিল। সম্মিলিত সৈন্যগণ অপ্রতিহত হইতেছিল। বার্লিনের আত্মসমর্পণের আর বিলম্ব ছিল না। একদিন বৃদ্ধ চিকিৎসককে বলিলেন, "আগামী কল্য"। চিকিৎসক মনে মনে বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! বৃদ্ধ কি করিয়া জানিলেন যে আগামী কল্যই বার্লিন আত্মসমর্পণ করিবে?" তিনি বৃদ্ধের পৌত্রীর দিকে চাহিলেন। পৌত্রী উত্তর করিলেন, "আপনি কি অবগত হন নাই যে, আগামী কল্য একদল পারিস-প্রত্যাগত বিজয়ী জর্ম্মাণ সৈন্য বার্লিনে প্রবেশ করিবে এবং নাগরিকবর্গ সসম্মানে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবে?" বৃদ্ধ মহোৎসাহে বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়! আগামী কল্য যে সময়ে বিজয়দৃপ্ত সৈন্যগণ প্রবেশ করিবে,



বৃদ্ধ কাপ্তেন

সে কি শুভমুহূর্ত্ত হইবে। আমিও ঐ অভ্যর্থনায় যোগদান করিব।"

পরদিবস, যে সময়ে সম্মিলিত সৈন্যের অগ্রবর্ত্তীগণ বার্লিনে প্রবেশ করিতেছিল, সেই সময় দূর হইতে তাহারা দেখিতে পাইল যে, এক বৃদ্ধ সামরিক-সাজে সজ্জিত হইয়া অলিন্দে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। কি এক অজানিত শক্তিতে যে তিনি অভিভূত হইয়াছিলেন, তাহা অবর্ণনীয়। পূর্ব্ব দিন নিজ শয্যা হইতে যাঁহার উত্থানশক্তি ছিল না, তাঁহার পক্ষে কি করিয়া ইহা সম্ভবপর হইল? যাহাহউক, বৃদ্ধ দূর হইতে মনে করিলেন যে উহারা বিজয়ী জর্ম্মাণ সৈন্য—পারিস হইতে প্রত্যাগমন করিতেছে। কিন্তু, যখন ধীরে ধীরে সম্মিলিত বিজয়ী সৈন্য স্তরে স্তরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বার্লিনে প্রবেশ করিতে লাগিল, বার্লিনবাসিগণ লজ্জায় লুকায়িত হইল, তখন আর বৃদ্ধের ভুল রহিল না। ব্রিটানিয়া ও "লা মার্সেলিসে" রূল বার্লিন কম্পিত হইতে লাগিল। তখন আর বৃদ্ধের বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। অকস্মাৎ বীরত্ব-ব্যঞ্জক স্বরে বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "প্রস্তুত হও! প্রস্তুত হও! শত্রু আসিয়াছে।" অগ্রবর্ত্তী ইংরাজ ও ফরাসী সৈনিকগণ সবিস্ময়ে দেখিল যে, অদূরবর্ত্তী অলিন্দে

সামরিক পরিচ্ছদ পরিহিত সেই বৃদ্ধ হস্ত উত্তোলন ও চীৎকার করিয়া পরক্ষণেই ভূমিসাৎ হইলেন।

বৃদ্ধ কাপ্তেন এবার সত্যসত্যই প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

নিদর্শন

পঠদ্দশায়, বিলাতে থাকিবার সময় ফ্রান্সে মধ্যে মধ্যে বেড়াইতে যাইতাম। পারিস ছাড়িয়া সময়ে সময়ে দূরবর্ত্তী গ্রামে যাওয়াই আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। একবার এইরূপ বেড়াইবার সময় একটী পল্লীতে যাইয়া দেখিলাম, পথিপার্শ্বে এক স্থানের বেড়া যেন ইচ্ছা করিয়াই ভাঙ্গা রহিয়াছে। বেড়ার অন্যান্যাংশ বেশ রীতিমত ভাবেই রহিয়াছে, অথচ এই স্থানটী এরূপ ভাবে রাখার কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া উদ্যানস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। উদ্যানস্বামী বলিতে লাগিলেন।

১৮৭০ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখের পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় একদল জর্ম্মাণ সৈন্য আমাদের গ্রামে আসিয়াছিল। বলা বাহুল্য, সেই সময়ে আমাদের দেশের সহিত জর্ম্মাণীর যুদ্ধ চলিতেছিল এবং আমাদের সেনাপতিদের দোষে ফরাসী সৈন্যকে বিতাড়িত করিয়া জর্ম্মাণরা পারিসের পথে অগ্রসর হইবার কালে এই গ্রামে আড্ডা করিয়াছিল। সুতরাং প্রায়ই জর্ম্মাণ সৈন্যেরা আমাদের গ্রামে আসিয়া আমাদেরই স্কন্ধে

চাপিত। তিন মাস ধরিয়া এইরূপ চলিতেছিল। কোন দিন পদাতিকেরা আসিত; কোন রাত্রিতে অশ্বারোহীদের আহার যোগাইতে হইত; কোন সময় প্রধান প্রধান সৈনিকদের জন্য ব্যবস্থা করিতে হইত। সুতরাং, ১৬ই ডিসেম্বর সন্ধ্যার সময় কতকগুলি প্রাসিয়ান্ সৈন্য এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে আমাদের চক্ষে উহাতে কিছুই নূতনত্ব প্রথমতঃ বোধ হইল না।

কিন্তু, কিছুক্ষণ পরেই বুঝিলাম যে ইহাদের একটা কিছু ঘটিয়াছে। উৎকৃষ্ট খাদ্য গ্রহণ, সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম মদ্য আকণ্ঠ পান, শয়নের সুবন্দোবস্ত ব্যতীত ইহাদের অন্য কিছুর অভাব বোঝা গেল। ইহাদের অধিনায়ক, আমাদের অজ্ঞানিত ভাষায় চীৎকার করিতে লাগিল;— সৈন্যেরা একবার এদিক, অন্যবার অন্যদিকে যাইতে লাগিল; ক্ষুদ্র গ্রামটী তোলপাড় হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় উহাদেরই একজন গ্রামের একটী বাড়ীর "সাইনবোর্ড" অধিনায়ককে দেখাইয়া দিল। উহাতে লিখা ছিল, "জ্যাকেস্ ক্রুলিফর্ট, ইঞ্জিন ও কল-মেরামতকার।" ইহা দেখিয়া অধিনায়ক ২।৩টী সৈন্য সঙ্গে লইয়া জ্যাকেসের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

জর্ম্মাণদের সহিত জ্যাকেসের কি দরকার হইতে

পারে তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না; কিন্তু আমার মনে হইতে লাগিল যে কাজটা ভাল হইবে না। জ্যাকেস্ তাহাদিগকে ছুই চক্ষের বিষ মনে করিত; অধিকন্তু, তাহার মেজাজটাও বড় রুক্ষ ছিল। যৌবনে সে সৈন্যদলভুক্ত ছিল। এক্ষণে বয়স চল্লিশের বেশী হওয়াতে এ যুদ্ধে যোগদান করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু সাহসে ও দৃঢ়তায় সে অনেক যুবকের অগ্রগণ্য ছিল। শত্রুর কথা উঠিলেই তাহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হইত। আমাদের জয়লাভের কথা শুনিলেই সে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত; পরাজয়ের সংবাদে সে কাঁদিয়া ফেলিত। জর্ম্মাণ সৈন্য যখন আমাদের গ্রামের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিত, তখন তাহার ভাবগতিক বুঝিয়া আমরা তাহাকে তাহাদের নিকট যাইতে দিতাম না।

সুতরাং সেদিন যখন প্রাসিয়ান্‌দের জ্যাকেসের গৃহের মধ্যে যাইতে দেখিলাম, তখনই আমার মনে হইল যে আজকার দিন ভাল ভাবে যাইবে না। আমার ধারণা অবশেষে সত্যই হইল। তাহারা ঘরের মধ্যে যাইতে না যাইতে দরজা বন্ধ ও দরজায় আঘাতের শব্দ আমার কর্ণে পৌঁছিল। মিনিটখানেক পরেই প্রাসিয়ান্-অধিনায়ক গৃহের বহির্দ্দেশে আসিয়া তাহার অন্যান্য

সৈন্যগণকে আহ্বান করিল। সৈন্যসহ সে জ্যাকেসের কারখানায় প্রবেশ করিতে না করিতে দেখিলাম যে, কে একজন কারখানার জানালা দিয়া বাহির হইয়া রাস্তা দিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। সে জ্যাকেস্;— পরক্ষণেই সে যে জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িয়াছিল সেই জানালায় একটী প্রাসিয়ান্ সৈন্যের মুখ দেখা গেল। সে দেখিতে পাইল যে মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে জ্যাকেস্ সেই জানালা দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে।

"ধর! ধর!" শব্দে অধিনায়ক ও প্রাসিয়ান্‌গণ কেহ জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িল, কেহ কারখানার বাহিরে আসিয়া দৌড়াইতে লাগিল; কিন্তু জ্যাকেসের আর দেখা নাই। প্রাসিয়ানগণ গ্রামের অলি, গলি, নিকটবর্ত্তী বন সব তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল, কিন্তু কুত্রাপি তাহারা জ্যাকেসের সন্ধান পাইল না। সন্ধ্যা হইয়া গেল; অবশেষে তাহারা আমাদের গ্রামে রাত্রিযাপন স্থির করিয়া আমাদের এক-একজনের গৃহে এক একজন স্থান গ্রহণ করিল। আহারের ও পানের ব্যবস্থা অবশ্য উত্তম রূপেই করিতে হইল।

ইতিমধ্যে আমার পত্নী জ্যাকেসের গৃহে যাইয়া সংবাদ লইয়া আসিল। প্রাসিয়ানদের সঙ্গে একটী ইঞ্জিন ছিল এবং সেই ইঞ্জিন পারিস ধ্বংস করিবার একটী সুবৃহৎ

কামান টানিয়া আনিতেছিল। আমাদের গ্রামের অনতি-দূরে ইঞ্জিন-ড্রাইভার মারা যায়—সুতরাং ইঞ্জিন চালাইবার লোক ছিল না। অধিনায়ক, জ্যাকেস্‌কে ইঞ্জিন চালাইবার কথা বলাতে জ্যাকেস্ একেবারেই অস্বীকার করিল! "কি! যে কামান দ্বারা পারিস্ বিধ্বংস হইবে সেই কামান যে ইঞ্জিন টানিয়া লইবে, তাহা সে চালাইবে? কখনই না। প্রাণ থাকিতে না।" অধিনায়ক যেমন বলিল যে জোর করিয়া তাহার নিকট হইতে কায আদায় করিবে, অমি জ্যাকেস্ তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া জানালা দিয়া পলায়ন করিল।

সন্ধ্যা হইয়া গেল—জ্যাকেসের দেখা নাই। অধি-নায়ক চর্ব্ব, চুষ্য, লেহ্য সমাধা করিয়া গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন মদ্য পান করিতে করিতে হঠাৎ কি ভাবিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া অশ্রাব্য চীৎকারে তাহার সৈন্যদের ডাকিতে লাগিল। আমি বুঝিলাম, আবার কি গোলমাল বাধিবে। সত্যই তাই; সে কয়েকজন সৈন্য লইয়া জ্যাকেসের গৃহে গমন করিয়া তাহার স্ত্রী ও পুত্রকে বাঁধিয়া আনিল। উঃ, তাহাদের কি যন্ত্রণা, তাহাদের কি কাতরোক্তি! অধিনায়ক স্থির করিল—জ্যাকেসের স্ত্রী ও পুত্রকে বন্দী করিলে জ্যাকেস্ নিশ্চয়ই ধরা দিবে।

জ্যাকেস্ অবশ্য গ্রামের মধ্যেই ছিল। সংবাদ পাইয়াই সে অধিনায়কের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে প্রশান্ত, কিন্তু দৃঢ়চিত্ত। অধিনায়ক তাহাকে দেখিয়া বলিল, "কেমন, এখন ?" জ্যাকেস্ তাহার মুখের উপর বলিল "তুই কাপুরুষ। তাই স্ত্রীলোকের উপর হস্তার্পণ করিয়াছিস্।" অধিনায়কের হস্ত তরবারিতে পড়িল, কিন্তু আবার কি ভাবিয়া সে রোষ-কষায়িত লোচনে বলিল "তোর যন্ত্রপাতি আনা যাইতেছে; রাত্রিতে তুই এইস্থানে প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া শুইয়া থাকিবি; প্রাতঃকালে তোকে আমাদের সহিত যাইয়া ইঞ্জিন চালাইতে হইবে। নতুবা তোর মৃত্যু নিশ্চিত; আর তোর স্ত্রী ও পুত্রের কি দশা হইবে তাহাও বুঝিতেছিস্।" জ্যাকেস্ কোন উত্তর করিল না। যৎসামান্য আহার করিয়া সে যন্ত্রপাতির বাক্সে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। পালা করিয়া প্রাসিয়ান্‌গণ রাত্রিতে তাহার চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিল; কিন্তু জ্যাকেস্ রাত্রিতে একবার নড়িলও না।

প্রত্যূষে তাহার স্ত্রী পুত্রকে তাহার নিকট আসিতে দেওয়া হইল। সে তাহাদিগকে তাহার শ্বশুরালয়ে যাইতে আদেশ করিল। পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বলিল, "তুমি কাঁদিও না; তোমাকে কাঁদিতে দেখিলে

ঐ বর্ব্বর জর্ম্মাণগণ হাসিবে। মনে করিও, আমি যুদ্ধে যাইতেছি। আমি যদি না ফিরি, কাঁদিও না; তোমার মাকে ভালবাসিও। আর যখন তুমি বড় হইবে, তখন সৈন্য হইয়া দেশের কাজে ব্রতী হইও; প্রাসিয়ানগণ আমাদের যে শাস্তি দিয়াছে, তাহার শোধ লইও।”

অধিনায়ক আসিয়া জ্যাকেস্‌কে অগ্রসর হইতে আদেশ করিল; সেও তাহার যন্ত্রপাতির বাক্স মাথায় করিয়া উহাদের সঙ্গে চলিল। যতক্ষণ তাহার স্ত্রী পুত্রকে দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ থাকিয়া থাকিয়া তাহাদের দিকে চাহিতে লাগিল। তাহারা অদৃশ্য হইলে জ্যাকেস্ যেন কেমন হইয়া গেল। সে হাসিমুখে ফরাসী ভাষায় অভিজ্ঞ জর্ম্মাণ সৈন্যদের অধিনায়কদের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিল।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, গ্রামের অনতিদূরেই ইঞ্জিন ও সেই সুবৃহৎ কামানটী পড়িয়া ছিল। কামানটী এত বড় যে, দুইজন লোক নির্ব্বিবাদে তাহার মুখের মধ্যে শুইয়া থাকিতে পারে—আর এত ভারী। বহুদূরে এই কামানের গোলা নিক্ষিপ্ত হইতে পারে। আমরা বুঝিলাম এরূপ কামানের গোলায় রাজধানীর শত্রুহস্তে নিপতিত

হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না। কি দুঃখের বিষয় জ্যাকেস্ ধরা না পড়িলে এ কামান কখনই পারিসের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতে পারিত না। আমরা মনে করিতে লাগিলাম, যদি কোন রকমে জ্যাকেস্ কামানটী নষ্ট করিয়া দিতে পারে!

জ্যাকেস্ কামানের দিকে চাহিয়াও দেখিল না। সে ইঞ্জিনের নিকট গিয়া ইঞ্জিন্ ঠিক আছে কি না দেখিয়া লইল। ইঞ্জিনে কয়লা দেওয়া হইল; ধূম বাহির হইতে লাগিল। সে নির্ব্বিকার! নিশ্চিন্তমনে সে পাইপ টানিতে লাগিল। অধিনায়কের কথার প্রত্যুত্তরে তাহাকে আশ্বাস দিতে লাগিল—কোন চিন্তা নাই। অধিনায়ক নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। ইঞ্জিন চলিবার পূর্ব্বক্ষণে—একজন সৈন্যকে ইঞ্জিনে উঠাইয়া দিল এবং তাহাকে আদেশ করিল, যে সে যেন পিস্তল হস্তে জ্যাকেসের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকে। বিন্দুমাত্র বদমাইসী করিলে সে উহাকে গুলি করিবে।

ইঞ্জিন চলিতে লাগিল—অত বড় ভারী কামান লইয়া ইঞ্জিন ধীরে ধীরে সমতল রাস্তায় চলিতে লাগিল। গ্রামের স্ত্রীপুরুষ সকলেই এই অভিনব দৃশ্য দেখিতে লাগিল। জ্যাকেস্ নির্ব্বিকার, পার্শ্বে পিস্তল হস্তে

প্রাসিয়ান্ সৈন্য। পশ্চাতে অশ্বপৃষ্ঠে অধিনায়ক ও অন্যান্য সৈন্যগণ। সমতল রাস্তা ছাড়িয়া, ঐ যে দেখিতেছেন, ঐ ঢালু স্থানে পৌঁছিলে অধিনায়ক জ্যাকসকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "সাবধান।" জ্যাকেস্ প্রত্যুত্তরে বলিল, "কোন চিন্তা নাই। ঢালু বলিয়া আমি 'ব্রেক' কসিয়া দিতেছি।" অধিনায়ক নিশ্চিন্ত হইল।

চক্ষের পলক পড়িতে যে সময় না লাগে, সেই সময়ের মধ্যে জ্যাকেস্ এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিল। ঢালু দেখিয়া ইঞ্জিনের মধ্যস্থ পিস্তলধারী সৈন্য যেমন নীচু দিকে চাহিয়াছে, অমনি জ্যাকেস্ তাহাকে ধাক্কা দিয়া নীচে ফেলিয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের পূর্ণ গতি করিল। অধিনায়ক পশ্চাৎ হইতে চীৎকার করিয়া উঠিল। আর চীৎকার? একে ঢালু যায়গা, তদুপরি পূর্ণ বেগ। ইঞ্জিন ও সেই কামান বেড়ার এই জায়গাটী দিয়া একেবারে পাঁচ শত ফীট নীচে নদীর মধ্যে যাইয়া পড়িল। ইঞ্জিন, কামান সব চুরমার হইয়া গেল।

জ্যাকাসের কি হইল? তাহা ত বুঝিতেই পারিতেছেন। ইঞ্জিন, কামানের কোন চিহ্ন রহিল না, আর জ্যাকেস্? বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও আমরা তাহার দেহের কোন অংশই পাই নাই। তাই বেড়ার যে

অংশ দিয়া ইঞ্জিন, কামরান ও জ্যাকেস্ পাঁচ শত ফীট নীচে পড়িয়াছিল, সেই অংশটী জ্যাকেসের স্মৃতিরক্ষার জন্য মেরামত করা হয় নাই। সেই দিন হইতে ইহা সেই ভাবেই রাখা হইয়াছে।"

ইঞ্জিনের শেষ দৌড়

যুদ্ধের সময় আমি বালকমাত্র ছিলাম—বয়স তখনও চতুর্দ্দশ বৎসর হয় নাই; তথাপি সময়ানুযায়ী মধ্যে মধ্যে আমাকে গ্রামের রেলরাস্তায় প্রহরীর কার্য্য করিতে হইত। কখনও কখনও বা ইঞ্জিনে কয়লা দিতে হইত। কেহই বাদ যাইত না—সকলেরই দেশের জন্য কিছু না কিছু করিতেই হইত।

ইঞ্জিনে চড়িয়া এখানে ওখানে যাওয়া যাইত বলিয়া প্রহরীর কার্য্য অপেক্ষা আমার উহাই ভাল লাগিল। গ্রামের বৃদ্ধ ইঞ্জিনচালক পিয়ারীর সাধের ইঞ্জিনখানিতে তাই আমি প্রায়ই কয়লা দিতাম। এবং তাহার সঙ্গে কোন কোন দিন অনেক দূরে যাইতে পারিতাম। পিয়ারীর ছেলে দুটীও সিপাহীর দলে যোগ দিয়াছিল,—এক আধদিন তাহাদের সহিত পিয়ারীর দেখা হইত।

হঠাৎ এক দিবস সংবাদ আসিল পিয়ারীর দুইটী পুত্রই শত্রুর হস্তে প্রাণ দিয়াছে,—একটী পিস্তলের গুলিতে, অন্যটী সঙ্গীনের খোচায়। সংসারে আর পিয়ারীর কেহই ছিল না। পুত্রদ্বয়ের মৃত্যু-সংবাদ পৌঁছিলে

পিয়ারী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, পরে বলিল, আচ্ছা, ইহার প্রতিশোধ লইবই লইব।

কিন্তু প্রতিশোধ লইবার কোনই সুযোগ আসিতেছিল না। সে ইঞ্জিন-ড্রাইভার -সিপাহী ত নহে; সুতরাং আমরা মনে করিতে লাগিলাম, পিয়ারীর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে না, তাহার প্রতিশোধের সুযোগ আর হইবে না।

একদিন আমরা ইঞ্জিন লইয়া একটী ষ্টেসনে থামিয়াছি—হঠাৎ কতকগুলি শত্রুসৈন্য ইঞ্জিনখানি ঘিরিয়া ফেলিল। লম্বা-চওড়া আকারের সুদীর্ঘ দাড়ী-সমন্বিত একজন সৈনিক ইঞ্জিনে চড়িয়া ভাঙ্গা গলায় বলিল, "কামান, বন্দুক, গুলি, গোলা সব আমাদের। তুমি এই গুলি আমাদের শিবিরে লইয়া চল।"

পিয়ারী দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল "না। আমার দ্বারা ইহা হইবে না।" সৈনিক বলিল, "পারিবে না? আচ্ছা বেশ।" আর কিছু না বলিয়া সে অধীন সৈন্যদের নিকটে ডাকিল। তাহারা আসিলে পিয়ারীকে বলিল, "আমি তোমাকে দুই মিনিটের সময় দিতেছি। আমার আদেশ প্রতিপালন না করিলে এই দুই মিনিট অতিবাহিত হইলেই ইহারা তোমাকে হত্যা করিবে। আমার সহিত কোন

ইঞ্জিন-চালক নাই; নতুবা তোমাকে এই দুই মিনিট সময়ও দিতাম না।"

সৈনিক ঘড়ী ধরিয়া পিয়ারীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি একবার পিয়ারীর দিকে, একবার সৈনিকের দিকে চাহিতে লাগিলাম। হঠাৎ দেখিলাম পিয়ারীর মুখে যেন হাসি ফুটিতেছে। "বেশ! আমি তোমার আদেশ প্রতিপালন করিব।" সৈনিকও ঘড়ীটী পকেটে রাখিল।

"কিন্তু মনে রাখিও, তুমি যদি কোন চালাকী কর, তবে তোমার ভাল হইবে না।" এই কথা বলিয়া দুইজন সৈন্যকে দুইটী পিস্তল হস্তে ইঞ্জিনে উঠিতে আদেশ করিয়া বলিল, "দেখ, ইঞ্জিন-চালক যদি কোনরূপ প্রতারণা করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে গুলি করিও।"

কামান, বন্দুক, গোলাগুলি মালগাড়ীতে পূরিতে প্রায় দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। এই দুই ঘণ্টা পিয়ারী তাহার সাধের ইঞ্জিনখানি ঘসিতে মাজিতে লাগিল। পিয়ারীর ভাব দেখিয়া বুঝিলাম সে কোন মতলব ঠিক করিয়াছে। একবার আমার দিকে চাহিল—যেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি কি আমাকে সাহায্য করিবে না;— আমি শুধু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম।

দুই ঘণ্টা পরে হুস্, ভুস্ করিয়া ইঞ্জিন মালগাড়ীগুলি

সহ রওনা হইল। পিয়ারী ও আমি ইঞ্জিনে—আমাদের দুই পার্শ্বে পিস্তলধারী সৈন্য দুইজন—পিস্তলের ঘোড়া দুইটী উঠাইয়া আমাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে—একটু সন্দেহ হইলেই আমাদের প্রাণ লইবে।

আমরা কিছুদুর অগ্রসর হইলে দূরে একটি সুড়ঙ্গ দেখা যাইতে লাগিল। পিয়ারী একবার সেইদিকে চাহিয়া আমার দিকে চাহিতেই সৈন্য দুটি সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল দুইটি আমাদের মাথার নিকট আনিল। পিয়ারী তাহাদের এই ভাব দেখিয়া একটু হাসিয়া আমাকে বলিল, "আর কিছু কয়লা দেও।" তাহার কথা শুনিয়া পিস্তল দুইটি অপসৃত হইল, আমিও কয়লা দিতে আরম্ভ করিলাম। সুড়ঙ্গের অন্ধকার হইতে ইঞ্জিনখানি আলোকে আসিলে পিয়ারী আমাকে বলিল, "একটি হাতুড়ী দেও, একটি বল্টু ঢিলা হইয়া গিয়াছে।"

আমি বাক্স খুলিয়া পিয়ারীকে হাতুড়ী দিলাম, কিন্তু পিয়ারীর ভাব দেখিয়া সৈন্যদ্বয়ের সন্দেহ পুনর্ব্বার বৃদ্ধি পাইল এবং তাহারা আবার পিস্তল দুইটী আমাদের মাথার নিকট আনিল। কিন্তু পিয়ারী ঘৃণা-সহকারে হাস্য করিয়া আমাকে আরও কয়লা দিতে বলিল।

আমি কিন্তু সে কিছু করিবে বুঝিতেছিলাম, অথচ

কি করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। ইঞ্জিনের গতি সাধারণাবস্থাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছিল; সুতরাং আর কয়লা দিবার আবশ্যকতা বুঝিতেছিলাম না। তথাপি আদেশানুযায়ী আর এক কোদালী কয়লা বয়লারে নিক্ষেপ করিলাম;—সঙ্গে সঙ্গে বয়লার-সন্নিকটস্থ একটী কাচের নল ফাটিয়া ইঞ্জিন ধূমে পূর্ণ হইয়া গেল।

পরক্ষণেই পিস্তলের গুলির শব্দ হইল। ধূমে ইঞ্জিন আচ্ছন্ন, গুলি কোথায় লাগিল বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু পিয়ারীর অব্যর্থ আঘাতে সৈন্য দুইটী যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, তাহা বুঝিতে পারিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে এই ঘটনা শেষ হইল।

পরক্ষণেই পিয়ারী আমাকে আদেশ করিল—ইঞ্জিনের গতি পরিবর্ত্তন কর—সে যেন আর সম্মুখে অগ্রসর হইতে না পারে; তাহাকে পশ্চাদ্দিকে প্রেরণ কর আর তুমি নামিয়া যাও। আদেশমাত্র উহা কার্য্যে পরিণত করিলাম বটে, কিন্তু পিয়ারীর উদ্দেশ্য এখনও বুঝিতে পারিলাম না। কেন? কিন্তু দেখিলাম যে তাহার পাঁজরা হইতে প্রবলবেগে রক্ত নির্গত হইতেছে। বুঝিলাম প্রুসিয়ানের গুলি তাহার পাঁজরা বিদ্ধ করিয়াছে—

বোধ হইল তাহার প্রাণপক্ষী পিঞ্জর ত্যাগ করিতে আর অধিক বিলম্ব করিবে না।

কোনরূপ কাতরোক্তি না করিয়া পিয়ারী বলিয়া উঠিল, "বেশ, বেশ করিয়াছ। এইবার দেখ কেমন করিয়া প্রতিশোধ লই। দেখিতেছ না ইঞ্জিন কেমন দ্রুতবেগে পশ্চাদ্দিকে গমন করিতেছে। ঐ দেখ, ঐ দেখ, এক মুহূর্ত্ত দেখ—ইঞ্জিনে আর গাড়ীগুলির মধ্যে তফাৎ কত।"

আমি নামিয়া গেলাম—২।৩ মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি আর সেদিকে চাহিতে পারিলাম না—হঠাৎ একটা ভীষণ শব্দে চক্ষু চাহিলাম। পিয়ারীর সাধের ইঞ্জিন সেই গাড়ীগুলির সহিত মিলিত হইয়াছে; ভীষণ সংঘর্ষে ইঞ্জিন ও গাড়ীগুলি চুরমার হইয়া গিয়াছে। সে দিকে চাহিয়া দেখি পিয়ারীর কোন চিহ্নও নাই, সে প্রতিহিংসা সাধন করিয়াই অমরধামে চলিয়া গিয়াছে। ইঞ্জিন ও ইঞ্জিন-চালক একই সময়ে তাহাদের শেষ দৌড় দৌড়াইয়াছে।

ঋণ-পরিশোধ

তার নাম ছিল ষ্টীন্—দেখতে বড্ড ছোট, তাই সকলে তাকে ডাকৃত 'ছোট-ষ্টীন্', আর তার বাপকে বলৃত 'বুড়ো ষ্টীন্'।

খাঁটী শহুরে ছেলে,—রোগা, দুর্ব্বল। তার বয়স কেউ বলৃত দশ, কেউ মনে কর্‌ত পনেরো। মা ছিল না, বুড়ো বাপ পেন্‌সন্ নিয়ে প্যারি শহরের একটা বাগান-বাড়ী পাহারা দিত। নিকটের ঝীরা ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে নিয়ে সকাল সন্ধ্যা সেখানে আসৃত। বুড়ো ষ্টীন্ ছেলে-মেয়েদের খুব ভালবাসৃত, আদর কর্‌ত। সকলেই জানৃতো যে, বুড়োমানুষটীর যে গোঁফ দেখে কুকুররা আর ছেলেধরারা ভয় পেতো, সেই গোঁফের অন্তরালে একটা সাদা, দয়ালু প্রাণের লোক ছিল।

বুড়ো ষ্টীন্ নিজের ছেলেকেও খুব ভাল বাসৃত। ইস্কুলের ছুটীর পর, যখন ছেলেটী বাপের কাছে যেতো, আর দুজনে গল্প কর্ত্তে কর্ত্তে বাড়ী ফিরৃতো, তখন আহ্লাদে বুড়ো ষ্টীন্ আটখানা হ'তো। একটা মস্ত বাড়ীর ছোট্ট একটা ঘরে দুজনে থাকতো—বড় সুখে বাপবেটা কাটাতো।

কিন্তু, এখন আর সেদিন নাই। জর্ম্মাণেরা পেরী আটকিয়ে ফেলেছে। বাগানবাড়ীটায় গোলাগুলি রয়েছে—বুড়ো ষ্টীন্‌কে এখন দিনভর বাগানবাড়ীটায় পাহারা দিতে হয়; স্ত্রীরা আর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে, বিকেলে তাদের হাওয়া খাওয়াতে আসে না। অনেক রাত্তির হলে বুড়োর ছুটী হতো, তখন সে বাড়ী ফিরে এসে ছেলেকে দেখতে পেতো।

কিন্তু ছোট ষ্টীনের বড় সুখে দিন যাচ্ছিল। পেরী অবরোধ হয়েছে, এখন আর স্কুল নাই—পড়াশুনার খোজ নাই। মাষ্টার ও বড় বড় ছেলেরা ইস্কুল ছেড়ে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। রাস্তা দিয়ে অনবরত রংবেরংয়ের পোষাকপরা সেপাইরা যাওয়া-আসা কচ্চে। কুচ-কাওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাণ্ড বাজ্‌ছে—দিনগুলো বেশ ফুর্ত্তিতেই ছোট ষ্টীনের কেটে যাচ্ছে।

সকাল বেলায় উঠেই তাকে সরকারী দোকানে যেতে হতো। সেখানে নিয়মমত সকলে রুটী আর অল্প কিছু চা ও চিনি পেতো। যে বাড়ীতে যে রকম লোক, সে বাড়ী সেই রকম পরিমাণে পেতো। দিনভরে ষ্টীনের আর কোন কাজ ছিল না। তাই

বাড়ীর ধারে যেখানে রংবেরংয়ের পোষাকপরা সেপাইরা জুয়া খেলত, সে সেইখানেই বসে বসে দিন কাটিয়ে দিতো। সে সে খেলা জানতও না, আর তার পয়সা-কড়িও ছিল না।

খেলার আড্ডায় দেখতো যে, তার চেয়ে বড় একটা ছেলে টাকা দিয়ে হরদম্ জুয়া খেলছে। খেলোয়াড়রা কেউ দুয়ানী, কেউ সিকি, কেউ বা আধুলী দিয়ে খেল্‌তো; কিন্তু বড় ছেলেটা কেবল টাকা দিয়েই খেল্‌তো। তার টাকার উপর মায়াও ছিল না—হার-জিতে তার কিছুই যেতো-আস্‌তো না। ষ্টীন্ দেখে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যেতো।

একদিন একটা টাকা হঠাৎ খেলোয়াড়দের টেবিল থেকে নীচে, যেখানে ষ্টীন্ বসেছিল, সেখানে পড়লো। এ টাকাটা ঐ বড় ছেলের। সে ষ্টীনের পায়ের কাছ থেকে টাকাটা কুড়িয়ে নেবার সময় ষ্টীন্‌কে দেখিয়ে বল্‌লো, "কিরে? তুই টাকা নিবি? টাকা দেখে তোর মুখ দিয়ে জল পড়্‌ছে, না! আচ্ছা, খেলা শেষ হয়ে যাক্! টাকা কোথা পাওয়া যায়, তোকে বল্‌বো।"

খেলা শেষ হয়ে গেলে, বড় ছেলেটা ষ্টীন্‌কে সঙ্গে নিয়ে রাস্তার একপাশে গিয়ে বল্‌লো যে, সে যদি

পেরীর সংবাদপত্রসকল কোন রকমে জার্ম্মাণ সৈন্যদের দিতে পারে, তবে জার্ম্মাণরা তাকে টাকা দেবে। ষ্টীন্ এ কথায় খুব রাগ কল্লো—ছি! এ কি হয়? তিনদিন সে খেলার আড্ডায় গেল না—তার ছায়াও মাড়াল না।

এ তিনদিন যে ষ্টীনের কি করে গেল! রাত্রে সে খালি স্বপ্ন দেখ্‌তে লাগ্‌ল—চক্‌চকে টাকা আর সেই টাকা নিয়ে খেলা। ষ্টীন্ আর থাক্‌তে পার্‌ল না। চারদিনের দিন সে আবার সেই খেলাঘরে গেল;—বড় ছেলেটা ঠিক্ তেম্নি চক্‌চকে টাকা নিয়ে খেলা কচ্ছিলো। খেলার পর আজ সে বল্‌তেই ষ্টীন্ রাজী হলো।

তার পরদিন খুব ভোরে, তারা দুজনে হাতে দুটো থলে আর পাজামার মধ্যে নূতন খবরের কাগজ নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌ল। কিছুদূর যেতে না যেতে একজন শান্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলো। বড় ছেলেটা কাঁদ কাঁদ স্বরে, "আমাদের বাবা যুদ্ধে মারা গেছেন, আমরা বড় গরীব, মাঠে আলু কুড়ুতে যাচ্ছি" বলতে লাগ্‌ল। ছোট ষ্টীন্ লজ্জায় আধমরা হয়ে রইল। শান্ত্রী তাদের দিকে ২।১ বার চেয়ে যেতে দিল। তারা তখন রাস্তা দিয়ে না গিয়ে, মাঠের মাঝ দিয়ে, বাগানের ভেতর দিয়ে শহরের ফটকে পৌঁছিল।

এখানে খুব কড়া পাহারা—শান্ত্রীরা কিছুতেই তাদের ছাড়তে চাইল না। বড় ছেলেটা গেঙ্গিয়ে গেঙ্গিয়ে কত কথা বল্‌তে লাগল—কিন্তু, তবু শান্ত্রীরা মাথা নাড়তে লাগ্‌ল। এমন সময় একটা বুড়ো শান্ত্রী সেখানে আস্‌ল; তাদের কাঁপতে দেখে তার মায়া হলো। সে বল্‌লো, "আচ্ছা! তোরা যা। কিন্তু, বড় শীত—একটু কফী খেয়ে যা।" ষ্টীন্‌ লজ্জায় কাঁপ্‌ছিল, কিন্তু বুড়ো শান্ত্রীটার মনে হলো যে সে শীতে কাঁপছে।

এমন সময় সেখানে একজন সেনাপতি এলেন। তিনি এসে বল্‌লেন, "আজ রাতে চুপে চুপে আমরা জর্ম্মাণদের আক্রমণ করব। কেউ জানে না।" এই বলে তিনি কি রকম চুপে চুপে তাঁরা আজ রাত্রে যুদ্ধ কর্ব্বেন, সব বল্‌তে লাগলেন। বড় ছেলেটা খুব মন দিয়ে সব শুন্‌তে লাগ্‌ল।

কফী খেয়ে তারা ফটক দিয়ে শহরের বাইরে এসে পড়ল। সামনেই জর্ম্মাণদের শিবির। তা দেখে ষ্টীন্‌ বল্‌লো, "চল, আমরা ফিরে যাই।" কিন্তু বড় ছেলেটা শুয়ে শুয়ে শীষ দিতে লাগলো। সেই শীষ শুনে আর কে একজন একটু দূরে শীষ দিল।

বড়ছেলেটা শুয়ে শুয়ে এগুতে লাগ্‌লো—ষ্টীন্‌ও

তার দেখাদেখি এগুতে লাগ্‌লো। তারা জর্ম্মাণ শিবিরে পৌঁছিল।

বড় ছেলেটা সেখানে পৌঁছে, পাজামার ভেতর থেকে খবরের কাগজ বের করে দিল—দেখাদেখি ষ্টীন্‌ও তার কাগজ বের করে দিল। সেই সময়ে সেখানে এক বুড়ো জর্ম্মাণ সেনাপতি দাঁড়িয়ে ছিলেন ;—তিনি ষ্টীনের দিকে চেয়ে থাক্‌লেন—যেন তিনি বল্‌তে লাগ্‌লেন, 'আমার ছেলে হলে, তার এরকম করার চেয়ে যেন মৃত্যু হয়।' ষ্টীন্ ভয়ে ভয়ে এই বুড়ো সেনাপতির দিকে চেয়ে যেন কেমন হয়ে গেল।

তাদের সেখানে দেখে ২।১টী করে অনেকগুলো জর্ম্মাণসৈন্য সেখানে জমা হলো। তখন সেই বড় ছেলেটা, ফরাসী সেনাপতি যে চুপে চুপে আক্রমণের কথা বলেছিলেন, কি রকম করে আক্রমণ করা হবে, সেই সব কথা তাদের বলে দিল। ষ্টীন্ আর চুপ করে থাক্‌তে পারল না। সে এবার রাগ করে, চেঁচিয়ে বল্‌লে, "খবরদার! ওসব কথা বলো না।" বড় ছেলেটা তার কথা শুনে হাসতে লাগল। জর্ম্মাণেরা তাদের অনেক-গুলো টাকা দিলো, আর থলি দুটো আলু দিয়ে ভরে দিলো। বড় ছেলেটার খুব ফুর্ত্তি হলো, কিন্তু, সেই

বুড়ো জর্ম্মাণ সেনাপতি ষ্টীনের দিকে চেয়ে বল্‌তে লাগলেন, "এ বড় খারাপ কাজ! বড় খারাপ!" ষ্টীনের এ কথা শুনে কান্না পেতে লাগ্‌লো।

পকেটে টাকা আর থলের আলু নিয়ে তারা পেরীতে ফিরে এলো। আসবার সময় তারা দেখ্‌লো যে, ফরাসী সৈন্যেরা রাত্রে চুপি চুপি আক্রমণের জন্য তৈরী হচ্ছে। ষ্টীনের মনে হলো সে চেঁচিয়ে বলে দেয় যে, "ওগো তোমরা যেয়ো না। তোমাদের সব কথা আমরা বলে দিয়েছি।" কিন্তু বড় ছেলেটা তা বুঝতে পেরে তাকে বল্‌লো, "খবরদার! ও বলিস্‌ না। তা হলে তোকে গুলি করে মেরে ফেলবে।" শুনে ষ্টীন্‌ আর কি করে, চুপ করে থাক্‌লো। একটী পড়ো বাড়ীতে গিয়ে তারা টাকাগুলো সমান ভাগ করে নিলো। অনেকগুলো টাকা, কিন্তু ষ্টীনের ভাল লাগ্‌ছিলো না। তার মনে হতে লাগ্‌লো, সকলেই যেন তার দিকে চেয়ে রয়েছে।

সন্ধ্যার পর বুড়ো ষ্টীন্‌ বাড়ী ফিরে এলো। আজ তার বড় ফুর্ত্তি। আজ রাত্রিতে চুপি চুপি ফরাসী সৈন্যেরা এগিয়ে জর্ম্মাণদের হেস্তনেস্ত করবে। আজ আর জর্ম্মাণদের রক্ষা নাই। আজ ফরাসীরা জিত্‌বেই জিত্‌বে; বুড়ো ছেলের কাছে এই সব কথা বল্‌তে লাগ্‌লো।

ছেলের কিন্তু এ সব কথা মোটেই ভাল লাগছিলো না। সে শুতে গেল।

কিন্তু আজ আর তার আদবেই ঘুম আস্‌ছিল না। সে একবার বিছানার এদিক্, আর একবার ওদিক্ কর্‌তে লাগ্‌লো। তার বাপ চিরকাল সেপাইয়ের কাজ করেছে, দেশের জন্য লড়েছে, আর সে কি না এই কাজ কর্‌ল! সে আর চুপ করে থাক্‌তে পার্‌ল না। সে আগে আস্তে আস্তে, পরে ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগ্‌ল।

বুড়ো ষ্টীন্ কি হয়েছে বুঝতে পাচ্ছিল না। ছেলে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বিছানা থেকে উঠে, বাপের পা ধরে সব বল্‌বে মনে করে যেমন বিছানা থেকে লাফ্ দিয়ে উঠ্‌বে, অম্নি সেই টাকাগুলি—সেই চক্‌চকে টাকাগুলি—পকেট থেকে বেরিয়ে পড়ে মেজেয় ঝন্ ঝন্ করে পড়ে গেলো। বুড়ো ত ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গেল,—"এ কি? এ কোথা থেকে এল? তুই কি চুরি করেছিস্?"

তখন ছোট ষ্টীন্ এক নিঃশ্বাসে সব বলে ফেল্‌লে—বল্‌তে বল্‌তে তার যেন একটু স্বস্তি বোধ হতে লাগ্‌ল। আর বুড়ো ষ্টীন্—সে কোন কথা না বলে, সব শুনে, চক্‌চকে টাকাগুলো কুড়িয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "বেশ! আর টাকা আছে?" বুড়োর চেহারা দেখে ষ্টীন্ আর

কোন কথা বল্‌তে সাহস পেলে না—মাথা নেড়ে বল্‌লো —"না।"

বুড়ো পকেটে সেই টাকা কটি রেখে দেয়াল থেকে নিজের বন্দুক আর টোটা নিয়ে ছেলেকে বল্‌লে,—"আমি দেনা শোধ কর্ত্তে যাচ্ছি, আমি এই টাকা তাদের ফেরত দিতে যাচ্ছি।" এই কথা বলে, ছেলের দিকে চেয়ে বন্দুক, আর টোটা নিয়ে বেরিয়ে, যেদিক থেকে গোলার শব্দ আসছিল, সেই দিকে চলে গেল।

বুড়ো ষ্টীনকে আর কেউ তার পরে দেখতে পায়নি।

কাপুরুষ

১

খুব গম্ভীর ভাবে সহকারী বলিলেন, "দলের কেহই রক্ষা পাইবে না।" কর্ণেল রাগান্বিত স্বরে কহিলেন "তুমি কি মনে কর আমি উহা জানি না বা বুঝি না। তুমি কি ভাব, কাল প্রাণ গেলে আমি দুঃখিত হইব, অথবা প্রাণ দিতে আমি ভয় করিতেছি? বিগতকল্য তোমরা যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, তাহা মনে হইলে কি প্রাণ রাখিতে কাহারও ইচ্ছা হয়? এই অপমানের কথাই আমি ভুলিতে পারিতেছি না।"

মেজর বলিলেন, "গুলি লাগিয়া প্রাণ গেলে অন্যে কি ভাবিবে, সে ভাবনা আমার নাই। আমার জন্য ভাবিবার লোক নাই।"

সকলেরই মনে হইতে লাগিল যে বিধি আমাদের প্রতি বাম। আগাগোড়া সবই আমাদের বিরুদ্ধে যাইতে-ছিল। অথচ আমাদের ঠিক দোষ নয়। অদৃষ্টের পরিহাসেই যে এরূপ ঘটিয়াছিল তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। বিগতকল্যকার যুদ্ধে দলের অনেকেই বীরের ন্যায় প্রাণ দিয়াছিল—বাকী সকলে কেন যে ছত্রভঙ্গ হইয়া

পলায়ন করিয়াছিল, তাহা কেহই বলিতে পারে না। দলের ২।৩ জন বাদে যাহারা পারিয়াছিল তাহারাই এই ছত্রভঙ্গে ছিল। কর্ণেল ভগ্নমনোরথ হইয়া আমরা যে সেতু অধিকার করিতে পারি নাই, সে সংবাদ প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট বহন করিয়াছিলেন। সেখানে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ঠিক কি ভাবে এই পলায়ন-সংবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অবশ্য কর্ণেল ব্যক্ত করেন নাই; কিন্তু সৈন্যাধ্যক্ষ আদেশ করিয়াছিলেন যে, আমাদের দলের অবশিষ্টাংশ যেন পুনর্ব্বার অন্য সেতু অধিকারের চেষ্টা করে। যতদিন না সেতু অধিকৃত হয়, ততদিন প্রত্যহ আমাদের সেতু অধিকার করিতে যাইতে হইবে।

বিগতকল্য তবুও সেতু অধিকার কতকাংশ সম্ভবপর ছিল, আজ সেতু অধিকার সুদূরপরাহত। আমাদের পলায়নের পরে সেতুরক্ষী শত্রু উহা আরও সুদৃঢ় করিয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা শত্রুসৈন্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। সম্মুখ হইতে যাহাতে আমরা আদৌ অগ্রসর না হইতে পারি, তজ্জন্য সুবৃহৎ অনেকগুলি কামান সেতু-রক্ষার্থ স্থাপন করা হইয়াছে। সুতরাং, গতকল্যকার যুদ্ধে পরাজিত সৈন্যদলের কথা দূরে থাকুক, সমগ্র বাহিনীর পক্ষেও সেতু অধিকার এক প্রকার অসম্ভব।

ফল অবশ্যম্ভাবী। অত্যধিক সাহসী সৈন্যও কোন কোন সময় ছত্রভঙ্গ হয় এবং আমাদের বাহিনী ফ্রান্সের সমগ্র সৈন্যবাহিনী মধ্যে সাহসে প্রথম স্থান অধিকারে সম্ভবপর হইলেও ছত্রভঙ্গের আরও কারণ ঘটিয়াছিল। তাই যাহাতে ভবিষ্যতে আর এরূপ না ঘটে, তজ্জন্য আমাদের প্রতি এই আদেশ হইয়াছে—যতদিন সেতু অধিকৃত না হইবে, ততদিন প্রত্যহই আমদিগকে সেতু অধিকারের চেষ্টা করিতে হইবে। ফল অবশ্যম্ভাবী,—আগামীকল্য আমরা দল-শুদ্ধ বিনষ্ট হইব। অবশ্য প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ আমাদের সে কথা বলেন নাই। তিনি কর্ণেলকে বলিয়াছেন, "সেতু অধিকৃত না হইলে শত্রু বিধ্বস্ত হইবে না—সুতরাং সেতু অধিকার করা চাই; আপনার সৈনিকেরা যুদ্ধ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী—আগামীকল্য তাহাদিগকেই এই সম্মান লাভের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।" আমরা অবশ্য এই আদেশের অর্থ সম্যকরূপেই উপলব্ধি করিতে পারিয়া-ছিলাম—অবশ্য আমাদের সৈন্যদলে এরূপ কেহ ছিল না যে প্রাণ দিতে অশক্ত বা অনিচ্ছুক ছিল। প্রত্যেক সৈন্য, প্রত্যেক কর্ম্মচারী আগামীকল্য নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও যুদ্ধে অগ্রসর হইবে—তাহারা সৈনিকের কর্ত্তব্য যথাযথ প্রতিপালন করিবে।

কিন্তু প্রত্যেকেই যে আগামীকল্য নিজ নিজ কর্ত্তব্য অবশ্যই পালন করিবে, ইহা জানিয়াও কর্ণেল নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিলেন না। যদি কিছু হয়, যদি একজনও পলায়ন করে, এই আশঙ্কায় তিনি বিচলিত হইতেছিলেন। তাই, যাহাতে একজনও কর্ত্তব্যে বিমুখ না হয় তজ্জন্য তিনি উৎসাহিত করিতেছিলেন। কর্ণেলের সৈন্যাবাসের এক কোণে আমি একখানি আরাম-কেদারায় উপবিষ্ট ছিলাম। আমিও মনে মনে আগামীকল্য আমরা সকলেই বীর বাঞ্ছনীয় মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে পারি, তাহাই প্রার্থনা করিতেছিলাম। কিন্তু, প্রকাশ্যে আমি চুপ করিয়া ছিলাম। চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়াই হৌক অথবা যেজন্যই হৌক, কর্ণেল আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "লেফ্‌টেনাণ্ট্‌! তুমি ক্লান্ত হইয়াছ ?" আমি প্রত্যুত্তর করিলাম, "হাঁ, একটু হইয়াছি বটে।" কর্ণেল শ্লেষ-ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "হাঁ! আমি খুবই বুঝিতে পারিতেছি। তুমি যে খুব দৌড়াইতে পার তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কিন্তু, তুমি সৈন্যদলে যোগ দিয়া ভাল কর নাই। যাহারা দৌড়াইয়া অর্থ উপার্জ্জন করে, তোমার তাহাদের দলভুক্ত হওয়াই উচিত ছিল।"

আমার মুখে উচিত প্রত্যুত্তর আসিতেছিল; কিন্তু,

আমি চুপ করিয়া থাকিলাম। বৃথা তর্ক করিয়া কি হইবে? কিন্তু, আমি চুপ করিয়া থাকাতে কর্ণেল আরও ক্রুদ্ধ হইলেন; তিনি আমাকে ঘৃণাভরে বলিলেন, "আগামীকল্যও কি তুমি তোমার দৌড়ের পরীক্ষা দিতে পারিবে? অথবা অন্য কোন সৈন্যের সহিত তোমাকে বাঁধিয়া দিব।" এ উক্তি আমার কেন, সৈন্যাবাসে উপবিষ্ট কেহই সহ্য করিতে পারিলেন না—আমার সঙ্গিগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন "কর্ণেল! এরূপ উক্তির আপনার কোন হেতু নাই।" কর্ণেল উহা অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন, "লেফটেনাণ্ট্! তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দেও নাই।"

আমি চুপ করিয়া ছিলাম। কি মনে করিয়া এক টুকরা কাগজে লিখিলাম, "আমি—২২ সংখ্যক সৈন্যদলের লেফ্-টেনাণ্ট্ যে কাপুরুষ তাহা স্বীকার করিতেছি।" কাগজখানি কর্ণেলের হাতে দিলাম। কর্ণেল পড়িয়া বিরক্তি-প্রকাশক চিহ্ন করিলেন। আমি উহা লক্ষ্য না করিয়াই বলিলাম, "কাগজখানিতে ভুলিয়া তারিখ দিই নাই। আপনি উহাতে তারিখ সংযোগ করুন। আগামী কল্য যদি আমি কোন সৈন্যাপেক্ষা পশ্চাতে থাকি, তবে ঐ কাগজ-খানির মর্ম্ম আপনি প্রকাশ করিবেন।" এই বলিয়া আমি সেই সৈন্যাবাস হইতে বহির্দ্দেশে আসিলাম।

সৈন্যাবাসের বহির্দ্দেশে দারুণ শীত, গভীর অন্ধকার। বাহিরে আসিয়া আমি আমার অন্যায় বুঝিতে পারিলাম। মুহূর্ত্তমধ্যে কি কাজ করিয়াছি—ঐ যে কাগজখানি লিখিয়া কর্ণেলের হস্তে দিয়াছি! যখন উহা লিখিতেছিলাম, তখন আমি ঐ বিষয় বিন্দুমাত্র চিন্তা করিয়া দেখি নাই। আমি কি লিখিয়াছি? আমি কি আমার প্রতিজ্ঞাপূরণ করিতে পারিব? সে যে ভীষণ প্রতিজ্ঞা! আমার ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আমার দলের সহস্রসৈনিকই যে বীরের ন্যায় প্রাণ দিতে প্রস্তুত। কেহই ত কম নহে! তবে? মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতে কেহই ত পরাঙ্মুখ নহে! ফ্রান্সের জন্য—জন্মভূমির জন্য—প্রাণ দিতে আমার ন্যায় সকলেই ত বদ্ধপরিকর! অসম্ভব! অসম্ভব! তাহাদের সহিত আমিও প্রাণ দিব—কেহই আমার মধ্যে ও তাহাদের মধ্যে পার্থক্য দেখিবে না, কিন্তু কাগজটুকু—তাহার কি হইবে? কেন, কি জন্য, কি ভাবে আমি যে কাগজটুকুতে লিখিয়াছি, তাহাত কেহই জানিবে না—কেহই ত প্রকৃত ঘটনা জানিবে না। কেবল জানিবে আমি কাপুরুষ!

অন্যমনস্ক হইয়া যেদিকে পা যায়, সেইদিকে চলিতে লাগিলাম। কি যাতনা যে ভোগ করিতে লাগিলাম, তাহা কেবল ভগবানই বুঝিতে পারিতেছিলেন। মনুষ্যের জ্ঞাত এমন কোন উপায় ছিল না, যদ্দ্বারা আমি এই যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিতাম। গভীর রাত্রি, দারুণ শীত—টিপ্‌ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। শান্ত্রীগণ সশস্ত্র,—তদ্ব্যতীত রাস্তায় অন্য কেহই ছিল না—এমন কি রাস্তায় একটী কুকুরও দেখা যাইতেছিল না। শান্ত্রীগণ মনে করিতেছিল আমি আমার প্রয়োজনীয় রোঁদে বাহির হইয়াছি।

একবার মনে হইল, কি জন্য মরিব? মরণে লাভ কি? মৃত্যুমুখে, যুদ্ধের জন্য অগ্রসর;—ফল কয়েক গুচ্ছ পালক! পলায়ন করি না কেন? কেহই জানিবে না! ফ্রান্সে—স্বদেশে তোমার স্থান কোথায়? সেই ক্ষুদ্র কাগজখানি সাক্ষ্য দিবে—তুমি কাপুরুষ! ফ্রান্সের লোক জানিবে তুমি জন্মভূমির কুসন্তান—স্বদেশে, জন্মভূমিতে তোমার স্থান কোথায়? তবে? পলায়ন কর না কেন? রাস্তা, ঘাট, ঘাটী সব আমার পরিচিত! সাঙ্কেতিক শব্দগুলি আমার অপরিজ্ঞাত নহে।

পা যেদিকে যাইতেছিল, আমি সেইদিকেই চলিতে-

ছিলাম। কি যে করিতেছিলাম তাহা বুঝিতেছিলাম না—মনে হইতেছিল কেবল সেই ক্ষুদ্র কাগজটুকু। সকলে জানিবে, বলিবে, আমি কাপুরুষ। নিজেই নিজের সাক্ষ্য দিয়াছি—প্রমাণ দিয়াছি—স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছি। তবে? তবে আর কিছুই নাই।

হঠাৎ কি একটী শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল;—সেইদিকে চলিলাম। দেখিলাম একটী ঘেসেড়া কয়েকটী অশ্বের পায়ের খুর সানাইয়া দিতেছে। কয়েক মিনিট তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকিলাম—তাহারা মনে করিল, আমি উৰ্দ্ধতন কৰ্ম্মচারী; রোঁদে বাহির হইয়াছি। তাহারা অভিবাদন করিল। একজন এক একটী প্রেক লইয়া হাতুড়ী সহযোগে ঘোড়ার ক্ষুর বাঁধাইয়া দিতেছে। আমি তাহাকে বলিলাম কয়েকটী প্রেক ও হাতুড়ী আমাকে দেও। আমি মূল্য দিতেছি। সে আমার দিকে কয়েক মিনিট চাহিয়া থাকিল—সে মনে করিল আমি কি উন্মাদ? পকেট হইতে কয়েকটি স্বুবর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেলাম। সে বলিল, "হুজুর ইহা ত আপনারই। ইহার আবার মূল্য কি?" আমি কথা না বলিয়া ছোট হাতুড়িটী ও প্রেক কয়েকটী লইয়া স্থানত্যাগ করিলাম।

কি করিতেছিলাম, জানি না—কোথায় যে ঠিক যাইতেছিলাম তাহাও ঠিক ছিল না। সম্মুখে নদী—নদীর অপর তীরে শত্রুশিবির—অন্ধকারে শিবির অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। এই সেতু অধিকারই আগামী কল্য আমাদের সৈন্যদের করিতে হইবে;—ফল অবশ্যম্ভাবী—সকলের মৃত্যু। কিন্তু আমার কি? আমি যে স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছি আমি কাপুরুষ।

নদীর খুব বেগ—সেতুর উপরে, পার্শ্বে শত্রুসৈন্য শান্ত্রী, সিপাহী। আমার তখন কিছুই মনে হইতেছিল না। ধীরে ধীরে নদীতে নামিলাম—সন্তরণে নদীর অপর পার্শ্বে পৌঁছিলাম—কি যে করিয়াছিলাম ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

৩

অতঃপর যাহা যাহা ঘটিল তাহা আমি ঠিক বলিতে পারিব না—মোহাবিষ্ট বলুন, আর যাহাই বলুন। অথবা আমি "মরিয়া" হইয়া গিয়াছিলাম। আমার মনে আছে যে, আমি সন্তরণে নদী উত্তীর্ণ হইলাম—নদীর জল বরফতুল্য ঠাণ্ডা। সন্তরণে নদী পার হইলাম

অপরপারে প্রায় দশ হাত কর্দ্দমপূর্ণ—তাহাও পার হইলাম। অনতিদূরে একটী শান্ত্রী ধীরপদক্ষেপে যাতায়াত করিতেছিল—আমি তাহাকে অবশ্যই দেখিয়াছিলাম; সে আমাকে দেখিতে পাইতেছিল না—কারণ দেখিলে আমাকে সেইখানেই শেষ করিত। এদিকে অর্দ্ধঘণ্টাকাল আমার হাত পা ঠাণ্ডায় একপ্রকার অবশ হইয়া গিয়াছিল; অবিরল ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে কিছু বলবোধ করিতে লাগিলাম—তখনও মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছিল। ধীরে ধীরে উঠিলাম—কি করিয়া যে শান্ত্রীকে অতিক্রম করিয়া গেলাম, মনে নাই। সেতুরক্ষার্থ, যে কামানগুলি ছিল তাহার ছিদ্রগুলি সেই প্রেক দ্বারা বন্ধ করিলাম—বৃষ্টি ও বজ্রপাত শব্দে আমার ঠুক্ ঠুক্ শব্দ কেহই শুনিতে পাইল না। রাত্রি ভোর হইবার পূর্ব্বেই আমি সব কয়টী কামানের ছিদ্র রুদ্ধ করিলাম।

কর্ম্ম শেষ হইতে না হইতে, সূর্য্যদেব দেখা দিবার পূর্ব্বেই সেতুর অপর পার হইতে কামানের ও বন্দুকের গোলা সেতুর উপরে পড়িতে লাগিল। বুঝিতে পারিলাম ইহা আমাদের দলেরই গুলি গোলা। আমি একটু সরিয়া দাঁড়াইলাম। মুহূর্ত্তমধ্যে শত্রু সেই

কামানগুলিতে গোলা পূরিতে লাগিল—গোলা পূরিয়া কামানের অগ্নিমুখে অগ্নি লাগিল ; কিন্তু একটী কামান হইতেও গুলি বাহির হইল না।

এবার শত্রুর ছত্রভঙ্গ হইবার পালা—মুহূর্ত্তমধ্যে আমাদের সৈন্যদল সেতুর উপরে আসিয়া পড়িল। তাহারা বুঝিতে পারিতেছিল না কেন শত্রু কামান ছাড়িতেছিল না। আমি কি করিতেছিলাম জানি না—সেই হাতুড়ী হস্তে শত্রুর দিকে যাইতেছিলাম। পরক্ষণেই সেই হাতুড়ী দ্বারা শত্রুপক্ষের পতাকাধারীকে আঘাত করিলাম—তৎপরে কি হইল জানি না।

৪

সামরিক আদালত বসিয়াছে—আমার বিচার হইতেছে। বিনা আদেশে আমি শিবির ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছি। ঘোর অপরাধ—ভীষণ শাস্তি। বিচারে স্থির হইল আমি অপরাধ করিয়াছি—আমাকে শাস্তি গ্রহণ করিতেই হইবে। সামরিক আদালতের সেনাপতি বলিলেন, "লেফটেনাণ্ট্! তুমি ঘোর অপরাধে অপরাধী। তুমি বিনা আদেশে স্কন্ধাবার

ত্যাগ করিয়া গিয়াছ। তজ্জন্য তোমার প্রতি আদেশ হইতেছে যে অদ্য হইতে তুমি লেফটেনাণ্ট্ পদ হইতে অপসৃত হইলে।”

পরক্ষণেই কিন্তু, সেই কক্ষ হইতে আর একটী পুরুষ বাহির হইলেন। তিনি আমার নিকটে আসিয়া সস্নেহে বলিলেন, “বিনা আদেশে তুমি যে শিবির ত্যাগ করিয়াছ, তজ্জন্য তুমি শাস্তি পাইবে। সামরিক নিয়ম অন্যথা হইবার নহে।' তবে তুমি যে অসমসাহসিক কার্য্য করিয়া সেতু উদ্ধার করিয়াছ, তজ্জন্য আমরা তোমার নিকট ঋণী। এ ঋণ অপরিশোধনীয়।” মহাপুরুষ এই বলিয়া নিজ গলদেশ হইতে পদক খুলিয়া আমার গলদেশে পরাইয়া দিলেন। আমি নতজানু হইয়া নেপোলীয়নকে অভিবাদন করিলাম।



নেপোলীয়ন্

দুর্গেশনন্দিনী

১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে লোরেণের অন্তর্গত নান্সি নগর বার্গাণ্ডির প্রবল-পরাক্রান্ত বীর, ডিউক্ অব্ বার্গাণ্ডি কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হয়। তৎকালে বার্গাণ্ডির ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ বীর ইউরোপে ছিলেন না। বিশেষতঃ, ক্রূর ও ক্রোধী বলিয়া সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় করিত; এবং তিনিও অনেক সময় তাঁহার ক্রোধ ও নৃশংসতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বিশেষ অখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এমন কেহ ছিল না যিনি বার্গাণ্ডির নামে ভয় পাইতেন না।

নান্সিনগর তৎকালে এক বৃদ্ধ শাসনকর্ত্তার অধীন ছিল। তিনিও অসম-সাহসিক ছিলেন এবং বহু যুদ্ধে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা ছিলেন। নগর অবরুদ্ধ হইলে নাগরিকগণ যেরূপ শাসনকর্ত্তার নেতৃত্বে বীরদর্পে নগর রক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহার সুন্দরী, সুশিক্ষিতা কন্যাও তদ্রূপ নাগরিকাগণ সমভিব্যাহারে আহত সৈনিকগণের পরিচর্য্যা ও সঙ্গে সঙ্গে ভীত, কাপুরুষগণকে উৎসাহিত করিয়া পিতার সাহায্য

করিতেছিলেন। কেবল ইহাতেই তাঁহারা সন্তুষ্ট না থাকিয়া নগর-প্রাচীর হইতে যাহাতে সৈন্যগণ শত্রুর উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে প্রাচীরোপরি প্রস্তরাদি বহনেও সহায়তা করিয়া সপক্ষের বল বৃদ্ধি করিতেছিলেন।

এবম্প্রকারে বিপক্ষ যৎপরোনাস্তি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। যে চার্লস্ ইতিপূর্ব্বে কোন যুদ্ধে পরাজিত হন নাই, যাঁহার অমিত তেজ কোনদিন প্রতিহত হয় নাই, নগরবাসিগের চেষ্টা যত্নের ফলে তিনি নগর অধিকারে অসমর্থ হইলেন। অবশেষে তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিয়া নগরে সংবাদ প্রেরণ করিলেন।

যিনি পরাজিত নগরসমূহ লুণ্ঠনে অপার আনন্দ উপভোগ করিতেন, যিনি অবরুদ্ধ নগর অধিকার করিয়া শত্রুপক্ষের সৈন্যাবলীর মধ্যে যাঁহারা সমধিক বীরত্ব প্রদর্শন করিতেন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগকেই ভীষণ শাস্তি প্রয়োগ করিতেন, নাগরিক বা সৈন্য—শত্রুপক্ষের কেহই যাঁহার হস্তে রক্ষা পাইত না, সেই দুর্ধর্ষ, অপরাজেয় বীর জীবনে এই প্রথম সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। নগরবাসীদের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করিবেন না, কোন সৈনিকের কেশাগ্রও স্পর্শ করিবেন না—এ সংবাদে অনেক নাগরিক বিচলিত

হইয়া উঠিলেন। এরূপ শর্ত্ত স্বপ্নাতীত। কিন্তু, এরূপ সুবিধাজনক প্রস্তাবেও বৃদ্ধ নগরাধ্যক্ষ বিন্দুমাত্রও সম্মত হইলেন না। তিনি নাগরিকগণকে জ্ঞাপন করিলেন যে, সৈন্যেরা তাঁহাকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিলেও, তিনি এরূপ হেয় প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন না। তাঁহার জ্বলন্ত বাক্যে নাগরিক ও সৈন্যগণ অনুপ্রাণিত হইয়া আত্মসমর্পণাপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ মনে করিয়া বিপক্ষের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন।

শাসনকর্ত্তার প্রিয়তমা কন্যাও নাগরিকাগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার দৃষ্টান্তে নাগরিকাগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, কিছুতেই তাঁহারা শত্রুহস্তে নগর সমর্পণ করিবেন না। ইঁহাদের বাক্যে ও কার্য্যে সৈন্যেরাও নূতন উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া নগর রক্ষার ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

চার্লস্ এই সকল সংবাদ পাইয়া নগরাধিকারে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। সামরিক যত প্রকার অভিসন্ধি তিনি পরিজ্ঞাত ছিলেন, তাহার কোনটীও তিনি ব্যবহারে কুণ্ঠিত হইলেন না। নগরাক্রমণে তিনি সৈন্যদের অগ্রগামী হইয়া নিজে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। দিবারাত্র, কোন মুহূর্ত্তই তিনি নিশ্চেষ্ট রহিলেন না।

তিনি জীবনে এরূপ অপমানিত হন নাই; একে নগরাধিকারের বিফল প্রচেষ্টা, অপর সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য—সুতরাং, এ অপমান তাঁহার অসহনীয় হইয়া উঠিতেছিল। সর্ব্বাপেক্ষা ক্রোধের কারণ হইয়াছিলেন, বৃদ্ধ নগরাধ্যক্ষ। কারণ তিনি অবগত ছিলেন যে, এই বৃদ্ধের জন্যই অবরুদ্ধ নাগরিক ও সৈন্যগণ নগর সমর্পণ করেন নাই এবং তিনিই তাঁহার নগরাধিকারের চেষ্টাও প্রতিহত করিয়াছিলেন।

অবশেষে তাঁহারই জয় হইল—নগরবাসীরা পরাজিত হইল এবং যে নগর এতদিন তাঁহার যত্ন ব্যর্থ করিয়াছিল, অবশেষে তাহা তাঁহার করতলগত হইল। চার্লস্ সকল অপমানের প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যে নগরাধ্যক্ষের জন্য তাঁহার বল ক্ষয় ও অপমান হইয়াছিল তাঁহার উপর ত যথেষ্ট ক্রোধেরই কারণ ছিল—তাঁ[illegible] সম্বন্ধে ত কোন কথাই নাই। সর্ব্বপ্রথমে নানারূপে নির্য্যাতিত করিয়া তাঁহাকেই হত্যা করা চার্লস্ স্থির করিলেন।

কিন্তু, বন্দীদের মধ্যে নগরাধ্যক্ষকে পাওয়া গেল না;—তিনি সাধারণ বেশে নাগরিকদের সঙ্গে রহিলেন। সুতরাং, চার্লসের পক্ষে তাঁহাকে বাছিয়া বাহির করা

অসম্ভব হইল। চার্লস্ তজ্জন্য আদেশ করিলেন যে নগরবাসীরা তাঁহাদের শাসনকর্ত্তাকে চিহ্নিত করিয়া না দিলে তিনি নগর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিবেন এবং নাগরিকগণকে ভীষণ শাস্তি দিবেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও প্রচার করিলেন যে, শাসনকর্ত্তাকে ধরাইয়া দিলে প্রচুর পুরস্কার দিবেন।

নাগরিক ও সৈন্যগণকে একত্র সমাবেশ করা হইল এবং বিজয়ী বীর শাস্তি ও পুরস্কারের ঘোষণা করিলেন; কিন্তু কেহই শাসনকর্ত্তা কোথায়, তাহা প্রকাশ করিল না। অবশেষে একজন বৃদ্ধ নাগরিক অগ্রসর হইয়া প্রকাশ করিলেন যে, চার্লস্ যদি নগর ধ্বংস না করেন এবং সকলকে অভয় প্রদান করেন, তবে তিনি নগরাধ্যক্ষের সম্বন্ধে যথাসম্ভব সংবাদ প্রদান করিবেন। কিন্তু চার্লস্ এ প্রস্তাবে আদৌ সম্মত হইলেন না। বলা বাহুল্য, এই বৃদ্ধ নাগরিকই নগরাধ্যক্ষ। দুর্দ্ধর্ষ চার্লস্ ক্রোধান্বিত হইয়া আদেশ করিলেন যে, নগরবাসী, পুরুষ, বালক, বালিকা সকলকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইতে হইবে এবং প্রতি দশম ব্যক্তিকে নৃশংস ভাবে হত্যা করিতে হইবে। পিতা, মাতা, কন্যা, পুত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন—সকলেরই মুখ বিষণ্ণ; কিন্তু, উপায়

নাই; নৃশংস বিজেতার নিকট আর কোন উপায় ছিল না।

নগরাধ্যক্ষের কন্যা তাঁহার সন্নিকটেই দণ্ডায়মান ছিলেন। ভক্তি ভালবাসায় অনুপ্রাণিতা কন্যা দেখিলেন যে, তাঁহার পিতাই দশমস্থানে অবস্থান করিতেছেন। বৃদ্ধের বুঝিবার পূর্ব্বেই কন্যা স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া পিতার দক্ষিণে স্থান লইলেন। পিতা প্রথমে কন্যার স্থান-ত্যাগের কারণ বুঝিতে পারেন নাই; কিন্তু, পরক্ষণেই বুঝিতে পারিয়া গণনাকারীর নিকট প্রার্থনা করিলেন যাহাতে তাঁহার কন্যার পরিবর্ত্তে তাঁহাকেই বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হয়। পিতা বুঝাইয়া দিলেন যে, কন্যা তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্যই কৌশলে স্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কন্যাও ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনিও গণনা-কারীকে বলিতে লাগিলেন যে, তিনি স্থান পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি তাঁহার স্বস্থানেই আছেন এবং তজ্জন্য বধ্যভূমিতে তাঁহাকেই লইয়া যাইতে গণনাকারী বাধ্য। এইরূপে পিতা-পুত্রীতে বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। একদিকে পিতৃভক্তি অন্যদিকে অপত্যস্নেহ—একে অপরা-পেক্ষা কম নহেন। সুতরাং, গণনাকারীর পক্ষে প্রকৃতপক্ষে

দশম স্থানে কে ছিলেন, তাহা নির্দ্ধারণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল।

উপায়ান্তর বিহীন হইয়া উভয়কেই দয়ামায়াহীন চার্লসের নিকটে উপস্থিত করা হইল। এখানেও অপত্য-স্নেহ ও পিতৃভক্তিতে বিরোধ চলিতে লাগিল। চার্লসের পক্ষেও সত্য নির্দ্ধারণ দুরূহ হইয়া উঠিল।

এই দৃশ্যে চার্লসেরও কঠোর অন্তঃকরণে করুণার স্রোত প্রবাহিত হইল। তিনি আদেশ করিলেন যে বীরশ্রেষ্ঠ নগরাধ্যক্ষ ও পিতৃভক্ত কন্যা উভয়েই মুক্তি পাইবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নগরের কাহারও কোন অনিষ্ট কর হইবে না। দুর্গেশনন্দিনীর অপূর্ব্ব পিতৃভক্তি ও নগরাধ্যক্ষের অদ্ভুত বীরত্বের ফলে নগর ও নাগরিক সকলেই রক্ষা পাইলেন।

দুর্গাধিকার

সেপ্টেম্বর মাসের সন্ধ্যাবেলা আমি আমার নির্দ্ধারিত সৈন্যদলের ছাউনিতে পৌঁছি। কর্ণেল তখন সেখানেই ছিলেন। অল্পবয়স্ক বলিয়া তিনি আমাকে দেখিয়া মুখ গম্ভীর করিলেন, কিন্তু, সেনাপতির সুপারিশ পত্র পড়িয়া একটু ভদ্রভাবেই আমার অভিবাদনের প্রত্যুত্তর করিলেন।

কর্ণেলই আমাকে কাপ্তেনের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। সামান্য সৈনিক হইতে নিজ বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ ক্রমে ক্রমে পদোন্নতি লাভ করিয়া তিনি কাপ্তেন হইয়াছিলেন। তিনি ভাঙ্গাগলায় কথা বলিতেন, কারণ, যুদ্ধে তাঁহার গলার পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া একটী গুলি তাঁহাকে আহত করিয়াছিল। আমার সহিত পরিচয় হইবামাত্রই তিনি বলিলেন, "গতকল্য আমার লেফ্-টেনাণ্ট্ মারা গিয়াছে।"

আমি এই কথার দুইটী অর্থই বুঝিতে পারিলাম। প্রথমতঃ, আমার মৃত্যুও সন্নিকট এবং আমি অল্পবয়স্ক-সুতরাং অকর্ম্মণ্য। আমি ইহার উত্তর দিতে যাইয়া, কিন্তু চুপ করিয়া রহিলাম।

আমাদের ছাউনি হইতে কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী দুর্গের পশ্চাদ্দেশ হইতে চন্দ্র উঠিতেছিল। আজ চতুর্দ্দশী—সুতরাং চন্দ্রকে স্বভাবতঃই সুবৃহৎই দেখাইতেছিল; কিন্তু, আমার নিকট আজ চন্দ্রকে যেন অত্যধিক বৃহৎ মনে হইতেছিল। মুহূর্ত্তের জন্য চন্দ্রালোকে দুর্গটী প্লাবিত হইয়া পড়িল; পরক্ষণেই চন্দ্র মেঘান্তরিত হইল।

একজন বৃদ্ধ সৈনিক আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি চন্দ্রের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, "উহাকে আজ রক্তবর্ণ মনে হইতেছে; ফলে, দুর্গাধিকারে আমাদের বহু লোকক্ষয় হইবে।"

আমি স্বভাবতঃই অত্যন্ত অন্ধবিশ্বাসী; তদুপরি, এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। আমি আমার তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিবার বৃথা প্রয়াস পাইলাম। বিছানায় অনেকক্ষণ ধরিয়া এপাশ-ওপাশ করিয়া, আমি তাম্বুর বাহিরে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পায়চারী করিতে লাগিলাম। রাত্রির ঠাণ্ডা বায়ুতে যখন বেশ একটু শীতবোধ করিতে লাগিলাম, তখন পুনর্ব্বার তাম্বুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু, নিদ্রাদেবী এবারেও আমার প্রতি বিমুখ হইলেন। অজ্ঞাতসারে আমার মন বিষণ্ণ

হইয়া পড়িল। আমি মনে করিতে লাগিলাম যে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যে সকল সৈন্য রহিয়াছে, কেহই আমার পরিচিত নহে। যুদ্ধে আহত হইলে আমাকে হাসপাতালে পাঠান হইবে—হয়ত অদৃষ্টবশে কোন মূর্খ ডাক্তার আমাকে অস্ত্রচিকিৎসা করিবে। এরূপ ক্ষেত্রে যাহা হয়, তাহাই আমার মনে পড়িতে লাগিল। আমার হৃৎপিণ্ড ধক্‌ধক্ করিতে লাগিল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হৃৎপিণ্ডোপরি আমার রুমাল ও নোটবুক স্থাপন করিলাম। অলক্ষ্যে নিদ্রাদেবী আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন; কিন্তু, পরক্ষণেই আমি স্বপ্ন দেখিয়া জাগ্রত হইয়া পড়িলাম।

অবশেষে, সত্য সত্যই আমার নিদ্রা আসিল। প্রত্যুষে যখন বিউগল বাজিয়া সকলকে নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্ররোচিত করিতেছিল, তখন আমার নিদ্রা ভাঙ্গিল। আমরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইলাম, আমাদের হাজিরী লওয়া হইল এবং দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত আমাদের প্রস্তুত হইয়া ছাউনীতে থাকিবার হুকুম হইল।

তিনটার সময় বিউগল শব্দে আবার আমরা একত্র হইলাম। প্রথমে একদল বন্দুকধারী সৈন্য প্রেরিত হইল। তৎপরে, আমাদের দল ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। দূর হইতে আমরা দেখিতে পাইলাম যে শত্রুসৈন্য দুর্গপ্রাচীর

হইতে আমাদের দিকে কামান লক্ষ্য করিতেছে। অগ্রসর হইবার সময় কাপ্তেন আমার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। আমি উহা লক্ষ্য করিয়া গোঁফে 'তাও' দিতে দিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমি ভয় পাই নাই—কিন্তু মনে মনে আশঙ্কা হইতেছিল যে, কেহ মনে না করে আমি ভীত হইয়াছি। আমাদের উভয় পার্শ্বে—দুইদল সৈন্য কামান লইয়া অগ্রসর হইতেছিল। শত্রুর গুলি প্রধানতঃ উভয় পার্শ্বস্থ এই সৈন্যদের প্রতিই প্রযুক্ত হইতেছিল; তবে ২।১টা গুলি মধ্যে মধ্যে আমাদের উপরেও পড়িতেছিল। কর্ণেল আমাকে বলিলেন, "তোমার প্রথম যুদ্ধেই তোমার পরীক্ষা হইবে।"

হঠাৎ একটী গুলি আসিয়া আমার দক্ষিণ দিকস্থ সৈন্যটীর প্রাণ লইল; সঙ্গে সঙ্গে আমার শিরস্ত্রাণও পড়িয়া গেল। কাপ্তেন বলিলেন, "অদ্যকার জন্য তুমি নিরাপদ হইলে।" আমি সৈনিকদের মধ্যে যে অনেক অন্ধবিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল তাহা জানিতাম। কাপ্তেন বলিতে লাগিলেন, "আজ আমার পালা; আমি আজ রক্ষা পাইব না।"

কিছুক্ষণ পরে, শত্রু যেরূপ তেজে গুলি নিক্ষেপ করিতেছিল, তাহার বেগ কিছু প্রতিহত হইল। আমরা

আরও তেজের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিন্তু আমাদের অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় গুলি ছুড়িতে লাগিল। কিন্তু, আমাদের বিশেষ কোন ক্ষতি হইতেছিল না। এখন আর আমার কোন ভয়ই ছিল না; তাই আমি মনে করিতে লাগিলাম যে, দূর হইতেই ভয়—নিকটে ভয়ের কিছুই নাই। কাপ্তেনের আদেশে আমরা দৌড়াইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

আমাদের দৌড়াইয়া অগ্রসর হইতে দেখিয়া শত্রু জয়ধ্বনি সহকারে ভীষণবেগে আমাদের প্রতি গোলা নিক্ষেপ করিয়া অকস্মাৎ গুলি ছোড়া বন্ধ করিল। কাপ্তেন তাহাদিগকে চুপ করিতে দেখিয়া বলিলেন, "শত্রুর এরূপ চুপ হওয়া আমার ভাল লাগিতেছে না।"

যাহা হোক, আমরা শীঘ্রই দুর্গের পদতলে পৌঁছিয়া সম্রাটের জয়ধ্বনি করিয়া, উহার প্রাচীর ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলাম। আমি ঊর্দ্ধদেশে চাহিয়া দেখিলাম, কামানের ধূম অনেকটা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল। ভগ্ন প্রাচীরের পার্শ্বে শত্রুসৈন্য বন্দুক লইয়া স্থিরনেত্রে আমাদের দিকে লক্ষ্য করিতেছে—প্রত্যেকের চক্ষু আমাদের দিকে। নিকটেই একটী সৈন্য পলিতা লইয়া কামানের পার্শ্বে

দাঁড়াইয়া—আদেশমাত্র কামানের ছিদ্রে পলিতা সংযোগ করিয়া দিবে—আমরা উড়িয়া যাইব।

আমি কাঁপিতে লাগিলাম। মনে হইল, আমার জীবনের শেষমুহূর্ত্ত আসিয়াছে। কাপ্তেন বীরত্বব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "অগ্রসর হও।" সম্মুখে পুনর্ব্বার চাহিয়া দেখিলাম—শত্রুর বন্দুক গুলি, কামানটী সব প্রস্তুত। ভয়ে আমি চক্ষু বুঝিলাম। আমি বন্দুকের ও কামানের শব্দ ও সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তনাদ শুনিলাম। চক্ষু মেলিয়া ফেলিলাম—দেখিলাম আমার চতুর্দ্দিকে কেবল হত ও আহত। দুর্গটী পুনর্ব্বার ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আমার পাদদেশে কাপ্তেন পড়িয়া রহিয়াছেন—তাঁহার স্কন্ধদেশ হইতে গুলিতে মাথা উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে।

মুহূর্ত্তমাত্র সময় ভীষণ নিস্তব্ধতা বিরাজমান হইল। পরক্ষণেই কর্ণেলের জয়ধ্বনি শ্রুত হইল। তরবারীর উপরে নিজ শিরস্ত্রাণ ধরিয়া তিনি সম্রাটের নামে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলাম। পরক্ষণে কি হইল আমার মনে নাই। দেখিলাম আমার তরবারী হইতে রক্ত পড়িতেছে; কে একজন সম্রাটের নামে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

চাহিয়া দেখিলাম, আমরা দুর্গোপরি—দুর্গ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কর্ণেল একটী ভাঙ্গা কামান ভর দিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন ; তাঁহার চারিদিকে আমাদের কয়েক-জন সৈন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কর্ণেলের প্রাণবায়ু তখনও বহির্গত হয় নাই।

আমি কর্ণেলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি গুরুতর আঘাত পাইয়াছেন ?" তিনি বলিলেন, "তাতে কি ? আমরা দুর্গ অধিকার করিয়াছি। সম্রাটের জয়।"

তাঁহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল—মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার আত্মা অমরধামে চলিয়া গেল।

কাঁদুনে

১

বাহিরের লোকের কথা দূরে থাকুক, দলের কেহ কেহও বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না যে "কাঁদুনে" বীরত্বের জন্য পুরস্কার পাইবে। কিন্তু, দলের যে সকল লোক তাহার সে অদ্ভুত বীরত্ব স্বচক্ষে দেখিয়াছিল, তাহারাই বুঝিত এবং জানিত যে "কাঁদুনে" কত বীর। প্রাণের মায়া তাহার এতটুকুও ছিলনা।

রেজিমেণ্টের লোকে তাহাকে কাঁদুনে বলিয়া ডাকিত। যেস্থানে রেজিমেণ্টের ছাটনি পড়িত, অল্প-দিনেই পার্শ্ববর্ত্তী সকলেও তাহাকে ঐ নামে ডাকিতে আরম্ভ করিত। কাপ্তেনের নিষেধ সত্ত্বেও সকলে তাহাকে, অবশ্য কাপ্তেনের অসাক্ষাতে, ঐ নামেই অভিহিত করিত।

সে দলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট—শুধু বয়সে নয়, আকৃতিতেও। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন সে সর্ব্বপ্রথমে সৈন্যদলে প্রবেশ করে, তখন সরকারী ডাক্তার তাহার

খর্ব্বাকারের জন্য তাহাকে "পাশ" করিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু, তখন লোকের অভাব; শীঘ্রই নিয়মানুযায়ী আকারের হইবে মনে করিয়া অবশেষে সরকারী ডাক্তার তাহাকে "পাশ" করিয়া দিয়াছিলেন এবং সেও সৈন্যদলভুক্ত হইতে সমর্থ হইয়াছিল।

কিন্তু যেটুকু বাড়ন্ত হইবার সে হইয়াছিল; আর তাহার বাড়িবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং, নিতান্ত বালক বলিয়া তাহার দলের লোকে তাহাকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিত এবং যখন তখন তাহাদের কেহ কেহ তাহাকে চড়টী চাপড়টী দিতে ক্রটী করিতনা।

দলে প্রবেশ করিবার অল্পদিন পরেই মাস কাবার হইল। মাসকাবারে তাহাদের কোম্পানীর বনভোজন হইত। বনভোজনান্তে নানারূপ আমোদ প্রমোদ হইত। এই মাসকাবারের বনভোজনের শেষে দলের ক্ষুদ্র 'খোকাটী'কে একজন গান গাহিতে আদেশ করিল। আদেশানুযায়ী গান হইল না। সুতরাং, সুবিধা বুঝিয়া প্রথমে ২।১ জন, পরে সকলেই তাহাকে ক্রমাগতঃ চড় চাপড় দিতে লাগিল। কিছু কিছু ফেরৎ দেওয়া দূরে থাকুক, সে ইহাতে কোন আপত্তিও করিল না। ফলে, চড়চাপড়ের স্থলে ঘুষি, অবশেষে দুই একটী লাথীও

তাহার লাভ হইতে লাগিল। সে চুপ করিয়া বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ঠিক এমনি সময়, সেইস্থানে কাপ্তেন প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র "চুপ" "চুপ" শব্দে সব ঠাণ্ডা হইয়া গেল। কাপ্তেন দেখিলেন কে একজন দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে। লক্ষ্য করিয়া বুঝিলেন দলের খোকা। ঘটনা বুঝিতে বাকী রহিলনা। আদেশ করিলেন যে সকলেই যেন নিজ নিজ স্থানে চলিয়া যায়। সকলে চলিয়া গেল, রহিলেন কাপ্তেন ও খোকা। কাপ্তেন বলিলেন, "দেখ, আমি সৈন্যদের মধ্যে এরূপ কাঁদুনে ভাব পছন্দ করিনা। আমি স্বচক্ষে দেখিলাম, তোমাকে সকলেই মারিতেছে, অথচ তুমি 'টু' শব্দও করিতেছনা। আমি বুঝিতে পারিতেছি না তুমি কিজন্য সৈন্যদলভুক্ত হইয়া এবং কি প্রকারেই বা তুমি যুদ্ধে যোগদান করিতে পারিবে?"

সে কোন কথা বলিতেছিলনা, বলিতে পারিতেও ছিলনা। তাহার ভাব দেখিয়া কাপ্তেন আর বিশেষ কিছু বলিলেন না। কেবল বলিলেন, "ছাউনিতে যাও; আর যেন তোমাকে কোন উপদেশ না দিতে হয়।" সেই দিন হইতে তাহার নাম হইল "কাঁদুনে।"

২

তাহাদের দল যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়াছে। এখনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই। কাপ্তেনের আদেশানুসারে দলের কেহ এখন তাহাকে বিশেষ উত্যক্ত করেনা বটে; কিন্তু সুবিধামত দুই একটী চড়চাপড় নেহাৎ যে না খাইতে হয়, তাহা নহে। তবে, এখন আর সে কাঁদেনা। প্রত্যহই মনে করে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে, প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে, সে ছোট হইলেও, দলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি হইলেও, সাহসে যে সে কাহারও অপেক্ষা কিছুই কম নহে ইহা তাহাকে দেখাইতেই হইবে। সেদিন সে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিবে যে, সে সর্ব্বাংশে যুদ্ধক্ষেত্রের উপযুক্ত। কাপ্তেনের সে দিবসের তিরস্কারের কোন মূল্য নাই, তাহাই সে প্রমাণ করাইবে।

অবসর জুটিয়া গেল। একদিন প্রত্যুষে তাহাদের দল অগ্রসর হইবার আদেশ পাইল। অনেকক্ষণ কুচ করিয়া তাহারা এক পর্ব্বতের পাদদেশে উপনীত হইল। পর্ব্বতটী একেবারে খাড়া; মধ্যে মধ্যে গুল্ম, স্থানে স্থানে সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড। পর্ব্বতোপরি শত্রুর সুরক্ষিত ছাউনি। পর্ব্বতের চড়াই ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিয়া এই শিবির অধিকার করিতে হইবে। কঠিন সমস্যা। উপরের ছাউনি হইতে

শত্রুর লক্ষ্য করা সহজ—নীচে হইতে কিছু দূর না উঠিলে ইহাদের কোন সুবিধা হইবে না। ধীরে ধীরে, পর্ব্বতোপরি উঠিতে হইবে—সুবৃহৎ সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের আশ্রয় লইয়া উঠিতে হইবে। ভীষণ ব্যাপার—তথাপি পর্ব্বতোপরি ছাউনি অধিকার করিতেই হইবে—সেনাপতির আদেশ। শত্রুকে স্থানচ্যুত না করিতে পারিলে নিজেদের রক্ষা নাই।

পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে "কাঁদুনে"র দল পর্ব্বতের উপরিস্থিত ছাউনির দিকে লক্ষ্য করিয়া এই সকল কথা মনে করিতেছিল। খাড়া পর্ব্বত—ইহার চড়াই ভাঙ্গাই বিষম দুরূহ ব্যাপার। দৌড়াইয়া উঠিতে হইবে—শত্রুর অব্যর্থ লক্ষ্য হইতে নিজেদের রক্ষার একমাত্র সহায় বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড। তদ্ব্যতীত আর কিছু নাই। সম্মুখে মৃত্যু—পলায়নেও মৃত্যু। কিন্তু উপায় নাই।

তাই কাপ্তেন সব বুঝিয়াও অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। দলের কেহ কেহ 'কাঁদুনে'র দিকে চাহিয়া দেখিল—কাপ্তেনও সেই দিকে একমুহূর্ত্ত চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন সে মুখেও বীরত্ব। "দেখা যাউক, সে কি করে", মনে মনে বলিয়া কাপ্তেন অগ্রবর্ত্তী হইলেন।

কিয়দ্দূরে অগ্রসর হইতে না হইতে শত্রুর গুলি

আসিয়া পড়িতে লাগিল। প্রথম প্রথম উহাতে ইহাদের কোনই ক্ষতি হইলনা—কাহারও শরীরে লাগিতেছিল না। কিন্তু, ইহারা যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই শত্রুর গুলি একটী একটী করিয়া ইহাদের এক এক একজনকে লক্ষ্য করিয়া নিপাতিত করিতে লাগিল। দুটী একটী, দুটী একটী করিয়া সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। অবশেষে যখন অর্দ্ধপথ পৌঁছিল, তখন আর দুটী একটী নহে, দলে দলে সৈন্য শত্রুর গুলিতে আহত হইতে লাগিল। অবস্থা দেখিয়া দুইজন ব্যতীত আর সকলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে পশ্চাৎপদ হইল।

থাকিল মাত্র দুইজন—দলের কাপ্তেন, আর কাঁদুনে। কাপ্তেন এবারেও তাহার দিকে চাহিলেন। দেখিলেন তাহার দৃষ্টি ঊর্দ্ধদেশে সন্নিবিষ্ট-শত্রুর শিবিরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে সে চাহিয়া রহিয়াছে। পরক্ষণেই সেস্থান হইতেই দুইটী গুলি আসিল—কাপ্তেন ও কাঁদুনে আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

৩

চেতনা লাভ করিয়া "কাঁদুনে" দেখিল সে চিকিৎসালয়ে রহিয়াছে ; সস্নেহ দৃষ্টিতে কাপ্তেন তাহার দিকে

চাহিয়া রহিয়াছেন। অধিক কি স্বয়ং সেনাপতি তাহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। দলের সকলে পলায়ন করিলেও, "কাঁদুনে,"—যাহার খর্ব্বাকৃতিতে সৈন্যদলের কথা দূরে থাকুক, বাহিরের লোকেও পরিহাস করিত, যাহার অদৃষ্টে প্রত্যহই তাহার সঙ্গীদের নিকট হইতে চড়্‌চাপড় লাভ হইত,— সেই "কাঁদুনে" দলের নাম রাখিয়াছে। তাই, যেদিন সেনাপতি তাহাকে তাহার অদ্ভুত বীরত্বের জন্য বিশেষ প্রশংসা করিয়া পদক পুরস্কার দিলেন, তখন কেহই মনে করিতে পারিতেছিল না যে কাঁদুনের পক্ষে ইহা সম্ভবপর ছিল কিনা?

ভিক্টোরিয়া ক্রস্

ব্রিটিশ্ রাজত্বে বীরত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার—ভিক্টোরিয়া ক্রস্। এই ক্রস্ বা পদক প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সময়ে প্রচলিত হয়। ইহা সামান্ত তাম্র-নির্ম্মিত হইলেও, কোন সৈনিকই ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার আশা বা প্রার্থনা করেন না। বিশেষরূপে বীরত্বপ্রদর্শন করিলেই এইরূপ সম্মান লাভ সম্ভব। নিম্নে একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

অনেক সময় জ্বলন্ত গোলা শত্রু কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া সেনানিবাশে পতিত হয়। সেই মুহূর্ত্তে এইরূপ গোলা দূরে নিক্ষেপ করিতে না পারিলে, উহা হইতে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়। কারণ, পতনের সঙ্গে সঙ্গে গোলা বিদীর্ণ হয় এবং উহাতে প্রাণনাশ ঘটিয়া থাকে। কোন কোন সময় এইরূপ জ্বলন্ত গোলা বারুদের মধ্যে পতিত হয়; এরূপ ক্ষেত্রে গোলা অপসৃত করিতে না পারিলে কি ভয়ানক কাণ্ড সংঘটিত হয়, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বরে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ-ক্ষেত্রের অন্তর্গত সিবাস্তোপলে ইংরাজসৈন্যের একটী খাদের মধ্যে শত্রু কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত একটী গোলা প্রজ্বলিত অবস্থায় পতিত হয়। সন্নিকটেই প্রচুর পরিমাণে বারুদ স্তূপীকৃত ছিল। মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইলে সহস্র সহস্র সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইত। সার্জ্জেণ্ট আবলেট্ নামক সৈন্য বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করিয়া অবিচলিত চিত্তে জ্বলন্ত গোলাটী উঠাইয়া লইয়া খাদের বহির্দ্দেশে নিক্ষেপ করেন। জ্বলন্ত গোলাটী স্পর্শ করাও অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং স্পর্শ কালেই উহা বিদীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা; সুতরাং, যিনি উহাতে হস্তার্পণ করেন, তাঁহার পক্ষে উহা কিরূপ বিপজ্জনক তাহা অনুমিত হইতে পারে; কিন্তু, নিজ প্রাণ বিপন্ন করিয়া এবং সমূহ বিপদ তুচ্ছ করিয়া সার্জ্জেণ্ট গোলাটী নিক্ষেপ করিয়া নিজ বন্ধুবর্গের জীবন রক্ষা করেন। এই অদ্ভুত বীরত্বের জন্য ইঁহাকে এই অমূল্য পদক প্রদান করা হয় এবং সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার স্বহস্ত-রচিত গলাবন্ধ উপহার দেওয়া হয়।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে এবং তৎপরে, আরও কয়েকজনের এই পদক লাভ হয়। কিন্তু, মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে কোন ভারত-বাসীর এরূপ সম্মানলাভ ঘটে নাই। মহাযুদ্ধের সময়

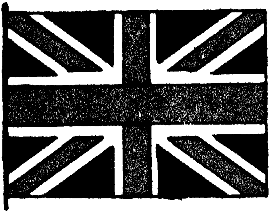


দরোয়ান্ সিং নেগি

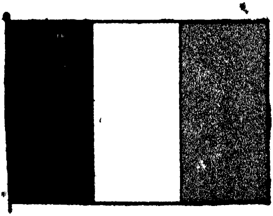
নায়ক দরোয়ান সিং নেগি সর্ব্বপ্রথমে এই পদক লাভ করেন। সেই ঘটনার চিত্র এই স্থলে প্রদত্ত হইতেছে। মহাযুদ্ধের সময় অন্যান্য ভারতবাসীও এই পদক লাভ করেন। যে সকল ইংরাজ ও ভারতীয় সন্তান এই সম্মানে সম্মানিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বীরত্বের বিস্তৃত বর্ণনা, চিত্রাবলিভূষিত হইয়া "স্বর্ণময়ী সিরিজে"র দ্বিতীয় গ্রন্থ—**ভাই ভাই** বা **বীরত্বের পুরস্কার** নামে বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হইবে।

সূচী

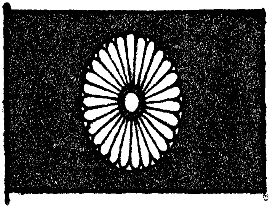
চিত্রসূচী



ব্রিটিশ রাজপতাকা



ফরাসী জাতীয় পতাকা



জাপানী পতাকা

।

দেশভক্তি

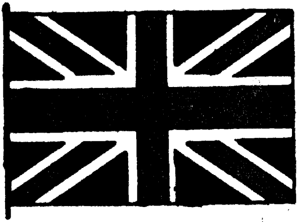
বা

আত্মোৎসর্গ

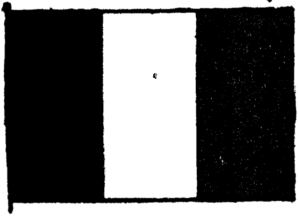
"পিতঃ। বিদায়।"

বৃদ্ধ পুত্রের হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "পুত্র, বিদায়! আমার দিন ফুরাইয়াছে। জীবনের পরপারে যাইয়া সব কয়জনে একত্রেই থাকিতে পারিব।"

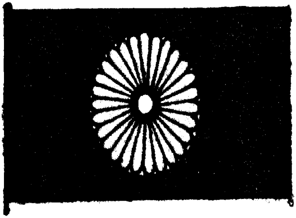
পক্বকেশী বৃদ্ধা জননীও আসন ছাড়িয়া পুত্রের নিকট গমন করিলেন। পুত্রের গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধা কথা কহিতে, পুত্রকে শেষ আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপনের জন্য বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদিকে কর্ত্তব্য, অন্যদিকে মাতৃস্নেহ। পুত্র সস্নেহে মাতাকে নিকটস্থ আসনে বসাইয়া বলিলেন, "বাবা সত্যই বলিয়াছেন, আমাদিগকে বেশী দিন অপেক্ষা করিতে হইবে না।"



ব্রিটিশ রাজ্যপতাকা



ফরাসী জাতীয় পতাকা



জাপানী পতাকা



স্বর্ণময়ী

স্বর্ণময়ী-সিরিজের প্রথম গ্রন্থ

দেশভক্তি

বা

আত্মোৎসর্গ

সম্পাদক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩৷১৷১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

মূল্য—১৲ টাকা



প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমি আপনার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। আপনার সহিত আমার কোন দিন পত্র ব্যবহারও হয় নাই। এই বইখানি আপনার নামের সহিত সংযোগের অনুমতির অবসরও আমি লই নাই। আপনি এক পথের পথিক—আমি অন্য পথাবলম্বী। সংবাদপত্রে আমি আপনার কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদও করিতেছি। তথাপি, আপনার পিতৃ-ঋণ পরিশোধের অদ্ভুত ব্যবস্থা এবং আপনার অপূর্ব্ব ত্যাগ স্বীকারে মুগ্ধ গ্রন্থকার এই গ্রন্থ আপনাকে উৎসর্গ করিয়া তৃপ্তিবোধ করিতেছে। আপনি গ্রহণ করেন ভাল, না করেন ক্ষতি নাই।

ইতি—

বিনীত গ্রন্থকার

প্রস্তাবনা

স্বর্ণময়ী সিরিজের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। দুইটী গল্প ব্যতীত অন্যগুলির লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, নানাকারণে গ্রন্থে তাঁহার নাম প্রদত্ত হইল না। দেখা যাউক, "ভারে কাটে, কি ধারে কাটে।"

স্বর্ণময়ী সিরিজের গ্রন্থকারগণ সম্পাদক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাঁহারা সম্পাদনের ভার লইতে অনিচ্ছুক। তাই সংগ্রাহকরূপে আমি সম্পাদকের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত।

"দেশভক্তি"র গল্পগুলির আখ্যানভাগ মূলতঃ বৈদেশিক গ্রন্থ হইতে লওয়া একথা বলা আবশ্যক বিবেচনা করি।

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থাবলী প্রকাশের সকল বন্দোবস্ত করিতেছেন, তজ্জন্য এই অবসরে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

স্বর্ণগ্রাম, কাশীনগর পোঃ,
যশোহর।
শ্রীপঞ্চমী, ১৩৩১

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার